Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.29

যাজ্ঞবল্ক্যের দর্শন: একটি দার্শনিক পর্যালোচনা

দেবাশীষ ঘোষ

স্নাতকোত্তর, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়,

কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

সারসংক্ষেপ

উপনিষদের অন্তরালে গভীর এবং গূঢ় তত্ত্বের আলোচনা হয়েছে, যা সাধারণ মানুষের জন্য সহজে বোধগম্য নাও হতে পারে। উপনিষদ হল বেদের শেষ ভাগ। অর্থাৎ বেদের অন্ত। এখানে মূলত আত্মা ও ব্রহ্ম, জগতের সৃষ্টি, -এর স্বরূপ, এবং এদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। উপনিষদের মূল ধারণাই হল, "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম,[1] অয়ং আত্মা ব্রহ্ম,[2] তৎ ত্বং অসি,[3] অহং ব্রহ্মাস্মি[4]।" উপনিষদের প্রধান লক্ষ্য হল মোক্ষালাভ বা আত্ম-উপলব্ধি। এটি অর্জনের জন্য আত্ম-জ্ঞান এবং ব্রহ্ম-জ্ঞানের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। উপনিষদের আলোচনা মূলত সংলাপ ও রূপকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা গভীর দার্শনিক প্রশ্নগুলির সমাধানে সহায়ক। উপনিষদগুলি হিন্দু দর্শনের ভিত্তি স্থাপন করেছে। বর্তমান প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয় হলো বৃহদারণ্যক উপনিষদে বর্ণিত যাজ্ঞবল্ক্যের দর্শনকে তুলে ধরা এবং তার দর্শনের মূল তত্ত্বগুলিকে তুলে ধরা এবং তার দর্শনের তত্ত্বগুলি কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেই বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা। উপনিষদ আলোচনা যেহেতু সংলাপ ও রূপকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে তাই এই পদ্ধতিকে সংশ্লেষণাত্মক (Synthetic) পদ্ধতির সাহায্যে সংশ্লিষ্ট করা হয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্য এবং রাজা জনকের কথোপকথন বিভিন্ন দৃষ্টিতে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে। এছাড়া আত্মা সম্পর্কে তাদের কথোপকথন এ স্বগতোক্তিমূলক পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতিটি নতুন প্রশ্ন যেমন পূর্ববর্তী প্রশ্নের উত্তরের পশ্চাতে আমাদের টেনে নিয়ে যায় তাই বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্যকে করা বিভিন্ন প্রশ্ন প্রত্যাবর্তী(Regressive) পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়েছে। এছাড়াও বৃহদারণ্যক উপনিষদের বিভিন্ন কথোপকথন আমরা উপমামূলক পদ্ধতি, কথোপকথন/দ্বান্দিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

বীজশব্দ: যাজ্ঞবল্ক্য, ব্রহ্ম, আত্মজ্ঞান, সৃষ্টি, দেবলোক, সত্য, অমরত্ব, নাম, রূপ, কর্ম, মৃত্যু

প্রাচীনকাল থেকেই উপনিষদ দর্শনের জগতে এবং জগত সংসারেও এক আলোড়ন সৃষ্টি

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

করেছে। উপনিষদ শব্দটি এসেছে ‘উপ’ ও ‘নি’ পূর্বক সদ্ ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয় করে উপনিষদ শব্দটি গঠিত হয়েছে। এখানে উপ শব্দের অর্থ সামীপ্য/নিকটে কে বোঝায় এবং নি শব্দটি নিশ্চয়ার্থকে বোঝায়। অতএব উপনিষদ শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থ হলো “গুরুর নিকটে অবস্থান করাকে বোঝায়।” অথবা একজন গুরু বা শিক্ষক “কাছে বা নীচে বসা”, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ককে বোঝায়। উপনিষদ শব্দের অপর অর্থ হল ‘রহস্যবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা’। Paul Deussen মতে উপনিষদ বলতে বোঝায়-,“a confidential secret sitting” কে। অধ্যাপক Winternitz মতে- “In fact, the whole of the later philophy of the Indians is rooted in the Upanisads.”। মুক্তিকোপনিষদে ১১২ টি উপনিষদের কথা পাওয়া যায়। তার মধ্যে প্রাচীনতম উপনিষদ হলো ছান্দোগ্য এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদ। বর্তমান প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয় হল বৃহদারণ্যক উপনিষদে উল্লেখিত ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের দর্শনকে তুলে ধরা এবং যাজ্ঞবল্ক্যের দর্শন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা।

রামায়ণের রচয়িতা যেমন বাল্মিকী এবং মহাভারত ও পুরাণের রচয়িতা ব্যাসদেব তেমনি যাজ্ঞবল্ক্য ছিলেন বৃহদারণ্যক উপনিষদ, শুক্লযজুর্বেদ, এবং যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার রচয়িতা। যাজ্ঞবল্ক্য সম্বন্ধে আমরা খুব বেশি জানতে পারি না। মিথিলার যাজ্ঞবল্ক্য ছিলেন ব্রহ্মরাত বা দেবরতের পুত্র এবং তাঁর মা ছিলেন যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় বিদ্যাপীঠের মহান ঋষি বৈশম্পায়নের বোন। তার পিতা ছিলেন একজন যজুর্বেদ পন্থী কেননা তিনি দিনরাত যাগযজ্ঞাদি করতেন। তার বিশ্বাস ছিল নির্দোষ এবং পূর্ণাঙ্গ যজ্ঞ দ্বারা এবং বৈদিক প্রভাবে দেবগণকে সন্তুষ্ট করতে পারলে অভিষ্ট লাভ করা যায়। এই জীবনে সুখ লাভ ও শান্তি লাভ হয় এবং মৃত্যুর পরে সদগতি এবং দেবত্ব লাভ হয়।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের রচনার সঠিক বছর এমনকি শতাব্দীও অজানা। পণ্ডিতরা মনে করেন আনুমানিক ৯০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে রচিত হয়েছিল, যা বৌদ্ধধর্মের পূর্ববর্তী। বৃহদারণ্যক কথাটি এসেছে ‘বৃহ+আরণ্যক’ থেকে। ‘বৃহ’ শব্দের অর্থ বৃহৎ এবং ‘আরণ্যক’ শব্দের অর্থ বন/জঙ্গল অতএব বৃহদারণ্যক শব্দের আক্ষরিক অর্থ “বৃহৎ প্রান্তর বা বন”। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ শুক্লযজুর্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণের চতুর্দশ কাণ্ডের অংশ। বৃহদারণ্যক উপনিষদে মোট ছয়টি অধ্যায় আছে। প্রতিটি অধ্যায়ে কতকগুলি ব্রাহ্মণে অংশে বিভক্ত। প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে ছয়টি ব্রাহ্মণ, তৃতীয় অধ্যায়ে নয়টি, এবং চতুর্থ অধ্যায়ে ছয়টি ব্রাহ্মণ, পঞ্চম অধ্যায়ে পনেরোটি এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে পাঁচটি ব্রাহ্মণ আছে। এভাবে এই উপনিষদের মোট ব্রাহ্মণের সংখ্যা সাতচল্লিশ। প্রতিটি ব্রাহ্মণই কতকগুলি মন্ত্রের সমষ্টি। বৃহদারণ্যক উপনিষদে গার্গ্য-অজাতশত্রু, যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী, জনক- যাজ্ঞবল্ক্য, কহোল কৌষীতকেয়-যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সংবাদ বর্ণিত হয়েছে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে তিনটি কান্ড রয়েছে। ১) মধুকান্ড ২)যাজ্ঞবল্ক্য কান্ড ৩)খিলকান্ড। মধু কান্ড

 © 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.29

আগম প্রধান। এই আগম হল ব্রহ্ম জ্ঞানের বিষয়ে প্রমাণ বা করণ। যাজ্ঞবল্ক্য কান্ড যুক্তি প্রধান। যুক্তিকাণ্ড হলো যুক্তি পদার্থের পরিশোধন, ব্রহ্ম জ্ঞানের উপকরণ।

ব্রহ্ম:

বৃহদারণ্যক উপনিষদেরও মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল ব্রহ্মতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্ব। অদ্বৈতবাদের মূল বক্তব্যকে শংকরাচার্য একটি মাত্র শ্লোকের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন: 'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবঃ ব্রহ্মৈব নাপরঃ।' অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা এবং জীব প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মই, ব্রহ্ম ভিন্ন কিছু নয়। অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন। রজ্জুতে সর্পভ্রমের মতো ব্রহ্মে বা পরমাত্মায় জগৎভ্রম হয়। সুতরাং জগৎ মিথ্যা মানে জগৎ অসৎ নয়, সদাসৎ। জীবব্রহ্মৈক্যই মূল ব্রহ্মতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্ব। ব্রহ্ম শব্দটি এসেছে 'বৃহৎ' ধাতুর সঙ্গে 'মন' প্রত্যয় যোগ করে। 'বৃহ' অর্থে 'ব্যাপক' আর 'মন' অর্থে 'অতিশয়'। অতএব 'ব্রহ্ম' কথাটি 'যা ব্যাপকতম বা মহত্তম, যা জীবজগতের পরমতত্ত্বকে' বোঝায়। বৃহদারণ্যক উপনিষদটিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, মহাজাগতিক সত্তা (Cosmic Order) ব্রহ্মের উপর ভিত্তি করে। এটি প্রধানত দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১ম ব্রাহ্মণে, চতুর্থ অধ্যায়ের ১ম, ২য় ও ৩য় ব্রাহ্মণে, পঞ্চম অধ্যায়ের ১ম থেকে ৭ম, ১২ ও ১৩ তম ব্রাহ্মণে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ব্রহ্মের আলোচনা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, গার্গ্য কাশীরাজ অজাত শত্রুকে বললেন, "আমি আপনাকে ব্রহ্ম উপদেশ দেব।" অজাত শত্রু বলেন এই কথার উপর আমি হাজার গরু দান করেছি এবং এটা প্রসিদ্ধ যে লোকে জনক জনক বলে ধাবিত হবে।

গার্গ্য ব্রহ্মকে অদিতির পুত্র (আদিত্য পুরুষ), চন্দ্রে অবস্থিত পুরুষ, বিদ্যুতে অধিষ্ঠিত পুরুষ, আকাশে অধিষ্ঠিত পুরুষ, বায়ুতে অধিষ্ঠিত পুরুষ, অগ্নিতে অধিষ্ঠিত পুরুষ, জলে অধিষ্ঠিত পুরুষ, দর্পনে অধিষ্ঠিত পুরুষ, এবং দিক সকলে অধিষ্ঠিত পুরুষ, ছায়াতে অধিষ্ঠিত পুরুষ, এবং প্রজাপতিতে অধিষ্ঠিত যে পুরুষ, এই সকলকেই গার্গ্য ব্রহ্ম বলে উল্লেখ করেছেন। রাজা অজাতশত্রু তখন গার্গ্যকে জিজ্ঞেস করলেন, ব্রহ্ম সম্পর্কে এই কথাগুলোই কী শুধু বলা যায়? এর উত্তরে গার্গ্য বলেন ব্রহ্ম এই পর্যন্তই। এটুকু জানলেই ব্রহ্মকে জানা যায় না। তখন রাজা বললেন, ব্রহ্ম হল সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা, তাকে সকলের জানা উচিত। ব্রহ্ম সত্যস্য সত্যম, বাস্তবের বাস্তবতা, বিদ্যমান সকল বস্তুর উৎস। এই শ্লোকের উপর মন্তব্য করে শঙ্করাচার্য বলেছেন: "......অতএব শত শত শ্রুতি অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'প্রথমে ইনি প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণ ছিলেন। এটি কেবল নিজেকেই জানত, "আমিই ব্রহ্ম,"[5], 'এ ছাড়া অন্য কোন সাক্ষী নেই, এটি ছাড়া অন্য কোন শ্রোতা নেই' ইত্যাদি[6]। তাই 'সত্যের সত্য'-এর সর্বোচ্চ নামটি কেবল পরম ব্রহ্মেরই।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্রহ্মের দুটি রূপের কথা বলা হয়েছে, মূর্ত ও অমূর্ত, মর ও অমর, পরিচ্ছন্ন ও অপরিচ্ছন্ন; প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, স্থিতিশীল ও গতিশীল, ব্যক্ত ও অব্যাক্ত।[7] যা বায়ু থেকে এবং অন্তরীক্ষ থেকে ভিন্ন তাই মূর্ত; সেটাই মর্ত্য, তাই ব্যাপ্য এবং সেটাই প্রত্যক্ষীভূত।

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

যেমন- সূর্য যেমন তাপ বিকিরণ করে, সেটাই মূর্ত; সেটাই মর্ত্যের, সেটাই পরিচ্ছন্নের, **এই সতের সার কারণ সেটি ভূতএয়ের সার।**বায়ু এবং অন্তরীক্ষ বাকি মহাভূতগুলি অমূর্ত। এটি অমূর্ত কারণ এটি ব্যাপক এবং পরোক্ষ শব্দের বাচ্য।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম ব্রাহ্মণে রাজা জনক এবং যাজ্ঞবল্ক্যের কথোপকথনে আমরা ব্রহ্মের কথা পেয়ে থাকি। **রাজা জনক রাজ সভায় উপস্থিত থাকাকালীন যাজ্ঞবল্ক্যের আগমন দেখে রাজা যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করলেন কী প্রয়োজনে এসেছেন। ১) পশু কামনায় কিংবা ২) আত্ম বিষয়ক প্রশ্ন কামনায়?** এর উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন উভয়ের কামনায়। এবং যাজ্ঞবল্ক্য রাজা জনক কে বলেন আপনাকে যে আচার্য যা বলেছেন আমি সেগুলোকেই শুনতে চাই।

রাজা জনক বলেন, জ্বিতা শৈলিনির মতে, বাগদেবতাই ব্রহ্ম। উদঙ্ক শৌল্বায়ন এর মতে, প্রাণই ব্রহ্ম। বর্কু বাষ্ণ-র মতে, চক্ষুই ব্রহ্ম। গর্দাভীবিপীত ভারদ্বাজের মতে, শ্রোএই ব্রহ্ম। সত্যকাম জাবালের মতে, মনই ব্রহ্ম। বিদগ্ধ শাকল্যের মতে, হৃদয়ই ব্রহ্ম।[8] এই সকল আচার্যগণ রাজা জনককে ব্রহ্ম সম্পর্কে বিভিন্ন মত দিয়েছিলেন। এবার আসা যাক ব্রহ্ম সম্পর্কে তাদের মতগুলির বিস্তারিত আলোচনায়।

জ্বিতা শৈলিনির মতে, বাগদেবতাই ব্রহ্ম। যিনি শৈশবে মাতার দ্বারা, কৈশোরে পিতার দ্বারা এবং পরে আচার্যের দ্বারা উপদিষ্ট হয়েছেন। তিনি যেমন প্রমাণ বিরুদ্ধ কথা বলেন না, সেই রূপ শৈলিনিও বলেন বাক হল ব্রহ্ম। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন যিনি কিছু বলেন না তার কোন কী বস্তু লাভ হবে? পরন্তু সেই ব্রহ্মের শরীর ও আশ্রয় আপনাকে বলেছেন কী? এর উত্তরে রাজা জনক বলেন আমাকে বলেনি। আপনি আমায় বলুন? যাজ্ঞবল্ক্যের মতে, বাগিন্দ্রিয়ই শরীর, অব্যাকৃতই আশ্রয়। এটিকে প্রজ্ঞা বলা হয়। এখন প্রশ্ন হল প্রজ্ঞা কাকে বলে? প্রজ্ঞা বলতে যাজ্ঞবল্ক্য বাগিন্দ্রিয়কেই বলেছেন। এই বাকের দ্বারাই বন্ধুকে জানা যায়। এবং এই বাকের দ্বারাই ঋকবেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ এবং অথর্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, রহস্যবিদ্যা, সূত্র সমুদয়, ব্যাখ্যাসমূহ, ইহ জন্ম এবং পরজন্ম, যাগ, হোম, অন্নদান এবং জলদানের ফল, এবং নিখিল প্রাণীবৃন্দকে জানা যায়। এই কারণে বাগিন্দ্রিয়ই হলো পরম ব্রহ্ম। বৈদেহ জনক বললেন, "হস্তিসদৃশ বৃষ যে পালে আছে, এমন এক হাজার গাভী আপনাকে দান করবো।" যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, "আমার পিতা মনে করতেন, 'শিষ্যকে কৃতার্থ না করে প্রতিগ্রহ করা অনুচিত'।"[9]

এরপর যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে শুল্বের পুত্র উদঙ্কের মতে, প্রাণই ব্রহ্ম (*প্রাণো বৈ ব্রহ্মেতি*)। কিন্তু যে জীবিত নয় তার কি বস্তু লাভ হবে? এবং সেই ব্রহ্মের শরীর ও আশ্রয় কী? এর উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, প্রাণই শরীর, অব্যাকৃতই আশ্রয়। একে প্রিয় বলা হয়। অর্থাৎ প্রাণই হল প্রিয়। প্রাণেরই রক্ষার জন্য লোকে এইরূপ ব্যক্তিকেও যাগ করায় যার যাগে অধিকার নেই এবং এইরূপ ব্যক্তিরও দান গ্রহণ করে, যার দান অগ্রহণীয়। প্রাণধারণেরই জন্য লোকে এইরূপ

 © 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.29

দিকেও যায় যেখানে আপত্তি আছে। কেননা প্রাণই পরম ব্রহ্ম। যিনি এইরূপ জেনে এই ব্রহ্মকে উপাসনা করেন, প্রাণ তাকে ত্যাগ করে না, নিখিল প্রাণী তাঁহার অভিমুখে সমাগত হয়, তিনি দেবতা হয়ে দেবগণকে প্রাপ্ত হন।"[10] তাকে আবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে,বর্কু বাষ্ণ-র মতে, চক্ষুই ব্রহ্ম (শচক্ষুর্বৈ ব্রহ্মেতি)। কিন্তু যে দেখে না তার কী বস্তু লাভ হবে? এবং সেই ব্রহ্মের শরীর ও আশ্রয় আপনাকে বলেছেন কী? এর উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, চক্ষুরিন্দ্রিয়ই শরীর। একেই সত্য বলে উপসনা করা উচিত। আর এই চক্ষুই হল পরম ব্রহ্ম।[11] গর্দাভীবিপীত ভারদ্বাজের মতে, শ্রোত্রই ব্রহ্ম (*শ্রোত্রং বৈ ব্রহ্মেতি*)। কিন্তু যে শোনে না তার কী বস্তু লাভ হবে? এবং সেই ব্রহ্মের শরীর ও আশ্রয় আপনাকে বলেছেন কী? এর উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, শ্রবেণন্দ্রিয়ই শরীর। একে অনন্ত বলে উপাসনা করা উচিত। কেননা দিক সকলে অনন্ত এই কারণে দিক সকলকে কেউ পায় না। এই দিকসকলই শ্রোত্র। এবং এই শ্রোত্রই পরম ব্রহ্ম।[12]

যাজ্ঞবল্ক্যকে আবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, সত্যকাম জাবালের মতে, মনই ব্রহ্ম (*মনো বৈ ব্রহ্মেতি*)। কিন্তু যার মন নেই সে কী করে বস্তু লাভ করবে? এবং সেই ব্রহ্মের মন ও আশ্রয় আপনাকে বলেছেন কী? এর উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, মন শরীর। এই মনকেই আনন্দ বলা হয়েছে। কেননা মনের দ্বারা লোকে স্ত্রীকে প্রার্থনা করে। সেই স্ত্রীতে অনুরূপ পুত্র জাত হয়। সেই পুত্রই আনন্দের কারণ। এই কারণেই মন হলো পরম ব্রহ্ম।[13] সম্রাট জনক তাকে আবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, বিদগ্ধ শাকল্যের মতে, হৃদয়ই ব্রহ্ম (*হৃদয়ং বৈ ব্রহ্মেতি*)। কিন্তু যার হৃদয় নেই সে কী করে বস্তু লাভ করবে? এবং সেই ব্রহ্মের হৃদয় ও আশ্রয় আপনাকে বলেছেন কী? এর উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, হৃদয়ই বাসস্থান। এই হৃদয়কে স্থিতি বলে উপাস্থাপন করা হয়েছে। কেননা হৃদয় সর্বভূতের আশ্রয়, এই হৃদয়েই নিখিল ভূত আশ্রিত থাকে। এই হৃদয়ই পরম ব্রহ্ম।[14]

এইভাবে যাজ্ঞবল্ক্য ব্যাখ্যা করেন যে, উপরের সমস্ত মতামত ব্রহ্মকে বোঝার প্রাথমিক পদক্ষেপ মাত্র। পরম ব্রহ্ম হল স্বচ্ছ, এক, দ্রষ্টা এবং অদ্বৈত। তিনি হলেন ব্রহ্ম লোক। জীবের পরম গতি এবং পরম বিভূতি ব্রহ্ম জীবের পরম লোক এবং পরম আনন্দ। এই আনন্দের অংশমাত্র অবলম্বন করে অপর জীবন ধারণ করেন। যাজ্ঞবল্ক্য রাজা জনকে এই রূপ উপদেশ দিয়েছিলেন।[15]

যাজ্ঞবল্ক্যের মতে, 'ওম' হল ব্রহ্ম...... কারণ এটিই বেদ যা ব্রহ্মজ্ঞানীরা জানেন।[16] উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, পূর্বে যা বলা হয়েছে তা আত্মাকে বোঝায়, এবং পরবর্তীতে যা বলা হয়েছে তা ব্রহ্মকে বোঝায়। ব্রহ্মই অসীম, পূর্ণ, অথবা নিখুঁত। আত্মা ব্রহ্মের সাথে একই রকম অনন্ততা, পূর্ণতা ভাগ করে নেয়, এবং একই সাথে ব্রহ্মের অনন্ততা, পূর্ণতা বা পূর্ণতাকে কোনওভাবেই প্রভাবিত করে না। এই সমস্ত কিছুই ব্রহ্মের ঐক্য এবং পূর্ণতা নির্দেশ করে, যা কোনও অবস্থাতেই প্রভাবিত বা হ্রাস পায় না এমনকি যখন আত্মা সেই অনন্ততা ভাগ করে নেয়। "ওটা পূর্ণ, এটা পূর্ণ। এই পূর্ণতা থেকেই পূর্ণতা আসে। যদি আমরা পূর্ণতার পূর্ণতা কেড়ে নিই,

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.29

তাহলে পূর্ণতাও তখন থেকে যায়..."[17]

আচার্য শংকরাচার্য অদ্বৈত বেদান্তের মূল বক্তব্য প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন-

শ্লোকার্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ

ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ'।।

অর্থাৎ, কোটি কোটি গ্রন্থ যে সত্য প্রতিপাদন করতে ব্যস্ত, আচার্য তা শ্লোকার্ধেই ব্যক্ত করেছেন। এই মূল সত্য হলো : 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা এবং জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন'। বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্রহ্মকে সত্য বলা হয়েছে। এই সত্য শব্দটি তিনটি অক্ষর থেকে উদ্ভূত হয়েছে। 'স' একটি অক্ষর, 'ৎ' আরেকটি অক্ষর, এবং 'য' তৃতীয় অক্ষর। প্রথম এবং শেষ অক্ষর দুটি হল সত্য। মাঝখানে অসত্য। এই অসত্য-র উভয় পাশে সত্য দ্বারা আবদ্ধ। অতএব সত্যের প্রাধান্য রয়েছে। যিনি উপরে বর্ণিত বিষয়গুলি জানেন তিনি কখনও অসত্য দ্বারা আবদ্ধ হন না।[18] সেই সত্যব্রহ্ম আদিত্য-সেই আদিত্য মন্ডলে অবস্থিত পুরুষ এবং দক্ষিণ অক্ষিতে অবস্থিত পুরুষ-এই উভয় পুরুষ পরস্পরে প্রতিষ্ঠিত। এই মন্ডল পুরুষ তিনটি অক্ষরে নিজেকে প্রকাশ করে। যথা:- ১) 'ভূ' ২) 'ভুবঃ' ৩)'স্বর'। তিনি অহর নামে পরিচিত। কেননা তিনি পাপকে বিনাশ করেন এবং পাপকে পরিহার করেন।[19]

আবার বলা হয়েছে, হৃদয়ের অভ্যন্তরে যে পুরুষ বিদ্যমান, তিনি মনোময়, জ্যোতিঃস্বরূপ, এবং ব্রীহি ও যবের ন্যায় সূক্ষ্ম। তিনি সকলের অধিপতি (*সর্ব্বস্যেশানঃ*), সকলের প্রভু (*সর্ব্বস্যাধিপতিঃ*) এবং যা কিছু আছে তা পরিচালনা করেন (*সর্ব্বমিদং প্রশাস্তি যদিদং কিংচ*)।[20] অর্থাৎ তিনি সমুদায়ের ঈশ্বর ও সমুদায়ের অধিপতি। এই সমুদায় যা কিছু আছে, সে সমুদায়কেই তিনি শাসন করেন। এবং পরিশেষে বলা হয়েছে যে, ব্রহ্ম হলেন বিদ্যুৎ (*বিদ্যুৎ ব্রহ্ম' ইতি আহুঃ*), কারণ বিদ্যুৎই ব্রহ্ম' যিনি এইরূপ জানেন, বিদ্যুৎ তাকে পাপ থেকে পৃথক্ করেন। অতএব বিদ্যুৎই ব্রহ্ম।[21]

যাজ্ঞবল্ক্যের শিক্ষক উদ্দালক আরুণি, বিশ্ব আত্মার কথা উল্লেখ করে, একবার তাকে বলেছিলেন যে এই জীবন, পরজীবন এবং সর্বভূতকে নিয়ন্ত্রণ করে যিনি তাকে কী তুমি জানো? যে সুতোটি সমস্ত কিছুকে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রকের সাথে সংযুক্ত করে তাকে জানা ব্রহ্মকে জানার মতোই, জগৎ, দেবতা, বেদ, জীব, আত্মাকে জানা, সবকিছু জানার মতোই। "আমি জানি, আমি জানি" তুমি যা জানো তা বলো। [22] যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর ছিল যে, সেই বিশ্ব আত্মাই সমস্ত মানুষকে চেতনার সুতোয় আটকে থাকা পুঁতির মতো আবদ্ধ করে; এটিই বায়ু যা এটিকে তার অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রক হিসাবে একত্রিত করে; এটিই সেই ব্যক্তি যিনি পৃথিবীতে বাস করেন এবং পৃথিবীকে তার অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রক হিসাবে নিয়ন্ত্রণ করেন; এটিই জল, অগ্নি, আকাশ, স্বর্গ, চন্দ্র, আকাশ, অন্ধকার, আলো, প্রাণী, শ্বাস, চক্ষু, মন, ত্বক, এটিই বোধগম্যতা, এবং 'এটিই আপনি, অভ্যন্তরীণ

 © 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.29

নিয়ন্ত্রক, অমর। তিনি কখনও দেখা যায় না বরং তিনি দ্রষ্টা, তিনি কখনও শোনা যায় না, তবে তিনি শ্রবণকারী।' তিনি কখনও অনুভূত হন না বরং তিনিই দর্শনকারী। তিনি কখনও চিন্তা করেন না বরং তিনিই চিন্তাকারী। তিনি ছাড়া অন্য কোন দ্রষ্টা নেই, তিনি ছাড়া অন্য কোন শ্রবণকারী নেই, তিনি ছাড়া অন্য কোন দর্শনকারী নেই। তিনিই তোমার আত্মা, অন্তর নিয়ন্ত্রক, অমর (*এতৎ অন্তর্যামীনি অমৃত*) ।[23]

রাজা জনক এবং যাজ্ঞবল্ক্যের কথপোকথনে ব্রহ্ম সম্পর্কে প্রমুখও আচার্য গণের মতামত জানলাম। আচার্যগণরা ব্রহ্মকে বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত করেছেন। উপনিষদে যে চারটি মহাবাক্য প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম,[24] অয়ং আত্মা ব্রহ্ম,[25] তৎ ত্বং অসি,[26] অহং ব্রহ্মাস্মি[27] আমাদের এই শিক্ষাই দেই যে প্রত্যেকের মধ্যে ব্রহ্ম উপস্থিত এই কারণেই নিজেকে জানো এবং নিজের মধ্যে যে সত্তা রয়েছে তাকে অনুধাবন করার চেষ্টা করো। নিজেকে জানতে পারলেই তবে ব্রহ্ম সম্পর্কে এই ভ্রান্ত ধারণাগুলি দূরীভূত হবে।

সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম:

সকল উপনিষদের মত বৃহদারণ্যক উপনিষদেরও সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্মের কথা পেয়ে থাকি। যাজ্ঞবল্ক্য ও উষস্ত, এবং কহোল এর কথোপকথনে সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্মের কথা পেয়ে থাকি। উষস্ত যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করলেন তিনি সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম, তিনি কী সর্বান্তর আত্মা? এই সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম সম্পর্কে আমাকে বলুন। এর উওরে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, যিনি প্রাণের দ্বারা প্রাণক্রিয়া করেন, যিনি অপানের দ্বারা অপান ক্রিয়া করেন,যিনি ব্যানের দ্বারা ব্যান ক্রিয়া করেন, যিনি উদানের দ্বারা উদান ক্রিয়া করেন তিনিই আপনার সর্বান্তর আত্মা।

কিন্তু উষস্ত চাক্রায়ণ বলেন গরু এই রূপ, ঘোড়া এই রূপ, আপনার এই বিপরীত নির্দেশটিও সেইরূপ হলো। বরং আপনি আমাকে সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম যিনি সর্বাত্মক আত্মা সেই সম্পর্কেই বিশেষভাবে বলুন। তিনি যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করলেন সর্বান্তর কোনটি? এর উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, দৃষ্টির দ্রষ্টাকে কেউ দেখতে পায় না, শ্রবণের শ্রোতাকে কেউ শুনতে পারেন না, মনোবৃত্তির মননকারীকে কেউ ভাবতে পারেনা, বুদ্ধিবৃত্তির বিজ্ঞাতাকে কেউ জানতে পারে না তিনি হলেন সর্বাত্মক আত্মা। সর্বাত্মক আত্মা ছাড়া বাকি সকল কিছুই বিনাশী। এইখানে উষস্ত চাক্রায়ণ নিরস্ত হলেন।

কহোল কৌষীতকেয় যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করলেন যিনি সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম, তিনি কী সর্বান্তর আত্মা? এর উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন যিনি ক্ষুৎপিপাসা, শোকমোহ, এবং জরামৃত্যুর অতীত, সর্বান্তর তিনিই আপনার আত্মা।

সৃষ্টি

বৃহদারণ্যক উপনিষদ থেকে জগতের সৃষ্টি সম্পর্কে আমরা জানতে পারি। যাজ্ঞবল্ক্য সৃষ্টি সম্পর্কে

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.29

আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, আদিতে কিছুই ছিল না (*নৈবেহ কিঞ্চনাগ্র আসীৎ*)।[28] তিনি মন সৃষ্টি করেছিলেন, এই ভেবে, 'আমাকে একটি আত্মা (মন) থাকতে দাও... আমি যখন উপাসনা করছিলাম তখন জল আবির্ভূত হয়েছিল, তাই জলকে অর্ক বলা হয় (*আপো বা অর্কস্তদ্ যদপাং শর আসীৎ তৎ সমহন্যত*।)। "....যা জলের ফেনা ছিল তা শক্ত হয়ে তা পৃথিবী হয়ে গেল। পৃথিবী সৃষ্টি হওয়ার ফলে প্রজাপতি শান্ত হলেন এবং শান্ত এবং বিষন্ন হবার পর তার দেহ থেকে আগুন নির্গত হলো। "[29] প্রজাপতি নিজেকে তিন ভাগে বিভক্ত করলেন ১) অগ্নি-র এক তৃতীয়াংশ, ২) সূর্য-র এক তৃতীয়াংশ এবং ৩) বায়ু-র এক তৃতীয়াংশ "।[30] এবং ৪ নং শ্লোকে বলা হয়েছে, "তিনি চেয়েছিলেন, আমার থেকে দ্বিতীয় আত্মা (শরীর বা রূপ) জন্মগ্রহণ করুক।"[31] অর্থাৎ ব্রহ্মের প্রকৃতি সম্পর্কে বলে, বিশেষ করে "বাক্" (বাক্য বা কথা) এবং "আত্মা" (আত্মা)-এর সঙ্গে এর সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে। এখানে বলা হয়েছে যে, আত্মা বা ব্রহ্মের সঙ্গে বাক্যের সম্পর্ক হল এক এবং অভিন্ন।

প্রজাপতির দুই সন্তান ১) দেবগণ ২) অসুরগণ। দেবগণ অল্পসংখ্যক এবং অসুরগন বহুসংখ্যক। তারা আধিপত্য লাভের জন্য একে অপরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন।[32] এই জগত পুরুষাকার আত্মারূপে ছিল। এই আলোচনা করে তিনি নিজেও থেকে ভিন্ন অপর কিছু দেখলেন না। তিনি প্রথমেই আমিই সেই এই কথা উচ্চারণ করলেন। অতএব তিনি আমি এই নামধারী হলেন। এই আমি নামটি সকলের কারণ স্বরূপ বিরাটের নাম। এখানে বলা হয়েছে যে প্রজাপতি আমি রূপে উপাস্য। তিনি যেহেতু পরবর্তী হয়ে এই সকল এর পূর্বে অখিল পাপকে দগ্ধ করেছিলেন অতএব তিনি পুরুষ। যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসক তিনি সর্বপ্রথম প্রজাপতিত্ব লাভ করেন। অপরে পরে সিদ্ধি লাভ করে।[33]

আত্মা:

এখন প্রশ্ন হল এই আত্মা বলতে কী বোঝায়? এর উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন- 'ব্রাহ্মণ জাতি, ক্ষত্রিয় জাতি, লোকসমূহ, দেববৃন্দ, ভূতবর্গ এবং নিখিল বস্তু এই সকলকেই তিনি আত্মা বলেছেন।[34] এছাড়া আরও বলা হয়েছে যে, এই আত্মজ্ঞানই অমৃত ইনি ব্রহ্মজ্ঞানই সব।[35] এই সর্ব অনুভব কারী আত্মাই ব্রহ্ম। যিনি সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম তিনি সর্বান্তর আত্মা। যিনি আত্মা তিনিই ব্রহ্ম তিনি বিজ্ঞানময়, মনোময়, প্রাণময়, চক্ষুময়, শ্রোএময়, পৃথিবীময়, আপোময়, বায়ুময়, আকাশময়, তেজোময় এবং অতেজোময়, কামময়, অকামময়, ক্রোধময়, অক্রোধময়, ধর্মময়,অধর্মময়, সর্বময়।[36] এই আত্মাই অজ, অজয়, অমর, অমৃত, অভয় ও ব্রহ্ম। যিনি এই রূপ জানেন তিনি অভয় ব্রহ্ম হন।[37] আত্মা হল সকল সামান্য, উদ্ভবস্থল এবং লয়স্থল। এবার আসা যাক আত্মার সম্পর্কে আলোচনায়:

I. এই পৃথিবী সর্বভূতের মধু, সর্বভূত এই পৃথিবীর মধু। এই পৃথিবীতে যিনি তেজোময়, অমৃতময়, অধ্যাত্ম, এবং শরীরাবস্থিত তিনি হলেন মধু। এই ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ

 © 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.29

অর্থাৎ চতুর্মহাভূত তিনিই। এই আত্মজ্ঞান অমৃত। এবং তিনি ব্রহ্ম আর এই ব্রহ্মজ্ঞানই সব।

II. এই জল সর্বভূতের মধু, সর্বভূত এই জলের মধু। এই জলেতে যিনি তেজোময়, অমৃতময়, অধ্যাত্ম, এবং শরীরাবস্থিত তিনি হলেন মধু। এই জল, সর্বভূত, জলের পুরুষ এবং শুক্রের পুরুষ তিনিই। এই আত্ম জ্ঞান অমৃত। এবং তিনি ব্রহ্ম আর এই ব্রহ্মজ্ঞানই সব।

III. এই অগ্নি সর্বভূতের মধু, সর্বভূত এই অগ্নির মধু। এই অগ্নিতে যিনি তেজোময়, অমৃতময়, অধ্যাত্ম, এবং শরীরাবস্থিত তিনি হলেন মধু। এই অগ্ন্যাদি চতুষ্টয় তিনিই। এই আত্ম জ্ঞান অমৃত। এবং তিনি ব্রহ্ম আর এই ব্রহ্মজ্ঞানই সব।

IV. এই বায়ু সর্বভূতের মধু, সর্বভূত এই বায়ুর মধু। এই বায়ুতে যিনি তেজোময়, অমৃতময়, অধ্যাত্ম, এবং শরীরাবস্থিত তিনি হলেন মধু। এই বায়ু প্রভৃতি চতুষ্টয় তিনিই। এই আত্ম জ্ঞান অমৃত। এবং তিনি ব্রহ্ম আর এই ব্রহ্মজ্ঞানই সব।

V. এই আদিত্য সর্বভূতের মধু, সর্বভূত এই আদিত্যর মধু। এই আদিত্যতে যিনি তেজোময়, অমৃতময়, অধ্যাত্ম, এবং শরীরাবস্থিত তিনি হলেন মধু। এই আদিত্যাদি প্রভৃতি চতুষ্টয় তিনিই। এই আত্ম জ্ঞান অমৃত। এবং তিনি ব্রহ্ম আর এই ব্রহ্মজ্ঞানই সব।

VI. এই দিক সর্বভূতের মধু, সর্বভূত এই দিক সকলের মধু। এই দিককে যিনি তেজোময়, অমৃতময়, অধ্যাত্ম, এবং শরীরাবস্থিত তিনি হলেন মধু। এই দিগাদি প্রভৃতি চতুষ্টয় তিনিই। এই আত্ম জ্ঞান অমৃত। এবং তিনি ব্রহ্ম আর এই ব্রহ্মজ্ঞানই সব।

VII. এই চন্দ্র সর্বভূতের মধু, সর্বভূত এই চন্দ্রের মধু। এই চন্দ্রে যিনি তেজোময়, অমৃতময়, অধ্যাত্ম, এবং শরীরাবস্থিত তিনি হলেন মধু। এই মন প্রভৃতি চতুষ্টয় তিনিই। এই আত্ম জ্ঞান অমৃত। এবং তিনি ব্রহ্ম আর এই ব্রহ্মজ্ঞানই সব।

VIII. এই আকাশ সর্বভূতের মধু, সর্বভূত এই আকাশের মধু। এই আকাশকে যিনি তেজোময়, অমৃতময়, অধ্যাত্ম, এবং শরীরাবস্থিত তিনি হলেন মধু। এই আকাশাদি প্রভৃতি চতুষ্টয় তিনিই। এই আত্ম জ্ঞান অমৃত। এবং তিনি ব্রহ্ম আর এই ব্রহ্মজ্ঞানই সব।

IX. এই ধর্ম সর্বভূতের মধু, সর্বভূত এই ধর্মের মধু। এই ধর্মে যিনি তেজোময়, অমৃতময়, অধ্যাত্ম, এবং শরীরাবস্থিত তিনি হলেন মধু। এই ধর্মাদি প্রভৃতি চতুষ্টয় তিনিই। এই আত্ম জ্ঞান অমৃত। এবং তিনি ব্রহ্ম আর এই ব্রহ্মজ্ঞানই সব।

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.29

X. এই সত্য সর্বভূতের মধু, সর্বভূত এই সত্যের মধু। এই সত্যকে যিনি তেজোময়, অমৃতময়, অধ্যাত্ম, এবং শরীরাবস্থিত তিনি হলেন মধু। এই সত্যাদি প্রভৃতি চতুষ্টয় তিনিই। এই আত্ম জ্ঞান অমৃত। এবং তিনি ব্রহ্ম আর এই ব্রহ্মজ্ঞানই সব।

XI. এই আত্মা/মানবজাতি সমস্ত নিখিল ভুতের অধিপতি এবং নিখিল ভুতের রাজা। এবং সকল প্রাণী, সকল দেবতা, সকল লোক এবং সকল ইন্দ্রিয় সমস্ত জীবাত্মা এই পরমাত্মাতে সমর্পিত হয়েছে।

 © 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.29

আত্মাই আলো:

বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণে আত্মজ্যোতি সম্বন্ধে একটি উপাখ্যানটি দেখতে পাই। সেখানে বলা হয়েছে-

'অসতো মা সঙ্গময়

তমসো মা জ্যোতির্গময়

মৃত্যোমাহমৃতং গময়েতি।'[38]

অর্থাৎ অসৎ থেকে আমাকে সৎ এর দিকে নিয়ে যান। অন্ধকার থেকে আমাকে আলোর দিকে নিয়ে যান এবং মৃত্যু থেকে আমাকে অমৃতের দিকে নিয়ে যান। যাজ্ঞবল্ক্য এর দ্বারা বোঝাতে চাইলেন যে, আত্মজ্ঞানই সব জ্ঞানের আধার, সকল ভূমিকাতে এই আত্মজ্ঞান প্রতিফলিত হয় বলেই অবস্থা-বিশেষের জ্ঞান পাই। সকল জ্ঞানই আত্মাকে অপেক্ষা করে হয়। কিন্তু আত্মজ্ঞান কাউকেই অপেক্ষা করে না। কারণ সে স্বয়ংজ্যোতি। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা মনে পড়ে। তিনি বলেছিলেন "জড়তা হইতে আমাদিগকে সত্যে লইয়া যাও, মূঢ়তা হইতে আমাদিগকে জ্ঞানে লইয়া যাও, মৃত্যুর খণ্ডতা হইতে আমাদের অমৃতে নিয়া যাও, অবিরাম হোক সেই তোমায় নিয়ে যাওয়া, সেই আমাদের চিরজীবনের গতি।"

অমরত্বের অনুসন্ধান:

যাজ্ঞবল্ক্যের মতে ব্রহ্ম জ্ঞানের উপকরণ হলো ব্রহ্ম বিষয়ে প্রমাণ, যুক্তি পদার্থের পরিশোধন। এইজন্যই শোভন স্থানীয় আগম প্রধান মধুকান্ডের পর উৎপত্তিপ্রধান মনন স্থানীয় যাজ্ঞবল্ক্য কান্ড আরম্ভ হয়েছে। রাজা জনক নামে প্রসিদ্ধ একজন রাজা বহু দক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। তিনি মনিগণের জ্ঞান পরীক্ষা করার জন্য বললেন-"যিনি সমধিক ব্রহ্মজ্ঞ অর্থাৎ যিনি বেদজ্ঞ শ্রেষ্ঠ তিনি এই সকল গাভীগুলিকে নিয়ে যাবেন।" কিন্তু কোন ব্রাহ্মণই নিজেকে ব্রহ্মজ্ঞ বলে প্রকাশ করবার সাহস দেখাতে পারলেন না। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য শিষ্য দিকে বললেন-এই গাভীগুলিকে আমার দেহের দিকে নিয়ে যাও। সেই সময় উপস্থিত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে অশ্বল প্রশ্ন করলেন 'হে যাজ্ঞবল্ক্য আপনি কী শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ'?

এই সময় বিদুষী নারী গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যকে বললেন আমি তোমাকে দুটি প্রশ্ন করব। এই দুটি প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে পারলে আমি তোমাকে ব্রহ্মজ্ঞ হিসাবে মানবো।

১) "যা দ্যুলোকের উর্ধ্বে, যা পৃথিবীর নিম্নে, যা ব্রহ্মান্ডকপালদ্বয়ের মধ্যে এই উভয় লোক রূপে বিদ্যমান, যা হয়েছে, যা হচ্ছে এবং যা হবে এই সকল কিছু কিসের উপর ব্যাপ্ত"? অর্থাৎ "পরিদৃশ্যমান জগত ওতপ্রোতভাবে কিসে ব্যাপ্ত আছে"?

এর উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন পরিদৃশ্যমান জগত ওতপ্রোতভাবে আকাশে ব্যাপ্ত আছে।

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.29

২) যা দ্যুলোকের উর্ধ্বে, যা পৃথিবীর নিম্নে, যা ব্রহ্মান্ডকপালদ্বয়ের মধ্যে এই উভয় লোক রূপে বিদ্যমান, যা হয়েছে, যা হচ্ছে এবং যা হবে এই সকল কিছু আকাশের উপর ব্যাপ্ত" অর্থাৎ "পরিদৃশ্যমান জগত ওতপ্রোতভাবে আকাশে ব্যাপ্ত আছে"। এখন প্রশ্ন হল আকাশ আবার কীসের উপর ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত আছে?

এর উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, **গার্গী যে সমস্ত ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি তারা একে অক্ষর বলে যানেন। তিনি হলেন অস্থূল, অহ্রস্ব, অদীর্ঘ, আলোহিত, অস্নেহ, বায়ু, অনাকাশ, অসঙ্গ, অগন্ধ, অশ্রোএ, অবাক, অপ্রাণ, অমুখ, অনন্তর প্রভৃতি নামে পরিচিত। অর্থাৎ তিনি হলেন ব্রহ্ম।**

ব্রহ্ম হল সর্বজ্ঞ এবং সকল কিছু এই ব্রহ্মের অধীন। এই অক্ষরকে না জেনে কর্ম করলে তা ক্ষয়শীল হবে। তাই গীতায় বলা হয়েছে-

সর্বেষু কালেষু মাম অনুস্মরা যুধ্যা চ

মায়র্পিতা-মনো-বুদ্ধির মাম ইবৈশস্যসংশয়ম্। [39]

অর্থাৎ সর্বদা আমাকে স্মরণ কর এবং যুদ্ধ করার দায়িত্বও পালন কর। মন ও বুদ্ধি আমার কাছে সমর্পণ করলে, তুমি অবশ্যই আমাকে পাবে; এই, কোন সন্দেহ নেই। এছাড়া গীতায় আরো বলা হয়েছে- *প্রয়াণকালে মনসাচলেন, ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব। ভ্রুবোমধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্ স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্* ।[40] অর্থাৎ যিনি মৃত্যুর সময় অচঞ্চলচিত্তে, ভক্তি সহকারে, পূর্ণ যোগশক্তির বলে ভ্রূযুগলের মধ্যে প্রাণবায়ুকে স্থাপন করে পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করেন, তিনি অবশ্যই সেই দিব্য পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন। এইভাবে গুরু লাভে রাজা জনক প্রথমে রাজর্ষি এবং পরে অগ্নিহোত্র বিষয়ক জ্ঞান লাভ করলেন। গুরুদত্ত ব্রহ্মর্ষি আখ্যালাভ করে রাজা বলে প্রতিপন্ন হয়েছিলেন।

যাজ্ঞবল্ক্যের দুই স্ত্রী ছিল, মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী। মৈত্রেয়ীকে ব্রহ্মবাদিনী বলা হয়। কাত্যায়নী ছিলেন স্ত্রী সুলভ জ্ঞানবিশিষ্টা গৃহিণী। জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে যাজ্ঞবল্ক্য গৃহস্থের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে বনবাসীর মতো জীবনযাপন করার সিদ্ধান্ত নেন। তাই, একদিন তিনি মৈত্রেয়ীকে ডেকে বললেন, "*মৈত্রেয়ীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্য উদ্যাস্যন্ বা অরেহহমস্মাৎ স্থানাদস্মি হন্ত তেহনয়া কাত্যায়ন্যাহন্তং করবাণীতি*"[41] অর্থাৎ মৈত্রেয়ী, আমি গার্হস্থ্য আশ্রম থেকে সন্ন্যাস আশ্রমে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছি। তোমার সম্মতি চাই। এবং তোমার সম্মতি থাকলে আমি আমার সমস্ত সম্পত্তি এবং ধন-সম্পদ তোমার এবং কাত্যায়নীর মধ্যে বন্টন করে এই সম্বন্ধের অবসান করতে চাই। যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ী উপাখ্যানে প্রধানত দুই ধরনের সম্পদের কথা বলা হয়েছে: ১)জাগতিক সম্পদ (যেমন গোধন বা গবাদি পশু, ধনরত্ন) এবং ২) আত্মিক বা ব্রহ্ম-সম্পদ (যেমন অমৃত বা অমরত্ব)। কিন্তু মৈত্রেয়ী বললেন, হে ভগবান, ধনসম্পদ পরিপূর্ণ সমস্ত সম্পত্তি যদি আমার হয় তাহলে সেই সম্পত্তির দ্বারা কী আমি অমরত্ব করতে পারব?

 © 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.29

যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন, তুমি এই সম্পত্তির দ্বারা তোমার জীবনকে সঠিকভাবে পরিচালিত করতে পারবে অর্থাৎ এই সম্পত্তির দ্বারা তুমি তোমার ইচ্ছা গুলিকে পরিপূর্ণ করতে পারবে কিন্তু এই সম্পত্তির দ্বারা তুমি অমরত্ব পাবে না। মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্যকে বলেন, যার দ্বারা আমি অমরত্ব লাভ করতে পারব না সেই সম্পদ নিয়ে আমি কী করব বরং আপনি অমরত্ব লাভ সম্পর্কে যা জানেন তা আমায় বলুন। একারণেই যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বললেন "তুমি সবসময় আমার প্রিয় ছিলে,। এখন তুমি আমার চিত্তের অনুকূল কথা বলেছ। আমি তোমাকে অমরত্ব লাভের যে উপায় ব্যাখ্যা করবো তখন তুমি তার অর্থ ধ্যান করতে থাকবে।

আমার প্রিয় মৈত্রেয়ী, জেনে রেখো যে, একজন স্ত্রী তার স্বামীকে তার জন্য নয় বরং নিজের জন্য, আত্মার জন্য ভালোবাসে। তাকে ভালোবাসার মাধ্যমে সে সেই সত্তাকে ভালোবাসে যিনি তার মধ্যে এবং তার মধ্যে উভয়ই আছেন। প্রকৃতপক্ষে এই সত্তাকেই সে ভালোবাসে। একইভাবে স্বামীর ক্ষেত্রেও তাই, এবং প্রকৃতপক্ষে, সমস্ত প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও – পিতা এবং পুত্র, মা এবং পুত্র, মা এবং কন্যা, পিতা এবং কন্যা, বন্ধু এবং বন্ধু, ইত্যাদি। যা কিছু প্রিয় বলে মনে করা হয় তা সেই এক সত্তার কারণেই হয়। এই সত্তাকেই দেখতে হবে, শুনতে হবে, ভাবতে হবে, ধ্যান করতে হবে। এই সত্তাকে জানা থাকা সত্ত্বেও বাকি সবকিছুই জানা যায়।

সমুদ্র ছাড়া যেমন জল থাকতে পারে না, ত্বক ছাড়া স্পর্শ থাকতে পারে না, নাক ছাড়া গন্ধ থাকতে পারে না, জিহ্বা ছাড়া স্বাদ থাকতে পারে না, চোখ ছাড়া রূপ থাকতে পারে না, কান ছাড়া শব্দ থাকতে পারে না, মন ছাড়া চিন্তা থাকতে পারে না, শ্রবণশক্তি ছাড়া জ্ঞান থাকতে পারে না, হাত ছাড়া কাজ থাকতে পারে না, পা ছাড়া হাঁটা যায় না, শব্দ ছাড়া ধর্মগ্রন্থ থাকতে পারে না, তেমনি আত্মা ছাড়া কিছুই থাকতে পারে না। যেমন জলে নিক্ষেপ করা লবণের একটি পিণ্ড গলে যায় এবং আবার বের করা যায় না। তেমনি পৃথক সত্ত্বাও অসীম এবং অমর বিশুদ্ধ চেতনার সমুদ্রে বিলীন হয়ে যায়। বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয় আত্মাকে দেহের সাথে চিহ্নিত করার মাধ্যমে, যা উপাদান দিয়ে তৈরি, যখন এই শারীরিক পরিচয় বিলীন হয়ে যায়, তখন আর কোনও পৃথক সত্ত্বা থাকতে পারে না। আমি তোমাকে এটাই বলতে চেয়েছিলাম প্রিয়তমা। মৈত্রেয়ী উত্তর দিলেন: "হে ধন্য, যখন আপনি বলেন যে কোনও পৃথক সত্তা নেই, তখন আমি বিভ্রান্ত হই। আপনি কি আমাকে আলোকিত করতে পারেন?" "হে প্রিয় মৈত্রেয়ী", যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, "আমি যা বলেছি তা নিয়ে চিন্তা করো, তাহলে তুমি বিভ্রান্ত হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত বিচ্ছিন্নতা থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ দেখে, শোনে, গন্ধ নেয়, কথা বলে, চিন্তা করে, জানে, কিন্তু যখন আত্মাকে জীবনের অবিভাজ্য ঐক্য হিসেবে উপলব্ধি করা হয়, তখন কে কাকে দেখতে পারে, কে কাকে গন্ধ পেতে পারে, কে কাকে চিন্তা করতে পারে, কে কাকে জানা যেতে পারে? হে মৈত্রেয়ী, আমার প্রিয়, জ্ঞানীকে কীভাবে জানা যাবে?" এই কথা শুনে মৈত্রেয়ীকে আর কিছু বলার ছিল না, কেবল তাকে দেওয়া শিক্ষাগুলো নিয়ে চিন্তা করা, যাতে সে অসীম ও অমর সত্তায় মিশে যায়।

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.29

যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে অমরত্ব লাভের জন্য ১১ টি উপায়ের কথা বলেছেন: ১) পতির জন্য পতি প্রিয় হন না বরং আত্মপ্রয়োজনেই পতি প্রিয় হয়। ২) পত্নীর জন্যই যে পত্নী প্রিয় হন না বরং আত্মপ্রয়োজনেই পত্নী প্রিয় হন। ৩) পুত্রদিগের জন্যই পুত্রগণ প্রিয় হন্যা, বরং আত্ম প্রয়োজনেই পুত্রগণ প্রিয় হন।৪) সম্পদের জন্যই যে সম্পদ প্রিয় হন তা নয় বরং আত্মপ্রয়োজনেই সম্পদ প্রিয় হন। ৫) ব্রাহ্মণের জন্যই ব্রাহ্মণ প্রিয় হন না বরং আত্ম প্রয়োজনেই ব্রাহ্মণ প্রিয় হন। ৬) ক্ষত্রিয়ের জন্যই ক্ষত্রিয় প্রিয় হন না বরং আত্ম প্রয়োজনেই ক্ষত্রিয় প্রিয় হন। ৭) লোকসমূহের জন্যই লোকসমূহ প্রিয় হয় না বরং আত্ম প্রয়োজনেই লোকসমূহ প্রিয় হয়। ৮) দেবগনের জন্যই দেবগণ প্রিয় হন না বরং আত্ম প্রয়োজনেই দেব ষগন প্রিয় হন। ৯) ভূতবর্গের জন্যই যে ভূতবর্গ প্রিয় হয় না বরং আত্ম প্রয়োজনই ভূতবর্গ প্রিয় হয়। ১০) সকল বস্তুর জন্যই সকল বস্তুই হয় না বরং আত্ম প্রয়োজনই সকল বস্তু প্রিয় হয়। ১১) শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা আত্মার দর্শন হলে তার দ্বারা সমস্ত কিছু জ্ঞাত হয়।

সত্য:

সমস্ত ইচ্ছা যেখানে পূর্ণ হয়, অন্য সমস্ত ইচ্ছা থেকে মুক্ত, দুঃখ থেকে মুক্ত এবং আত্মাই একমাত্র ইচ্ছা হয়ে ওঠে, সেখানে আর কোনও ইচ্ছা থাকে না। প্রকৃতপক্ষে, এগুলি ছিল সম্রাট জনক এর সাথে যাজ্ঞবল্ক্যের কথোপকথনের সারমর্ম। সত্যকে সমর্থন করার দিকটি বৃহদারণ্যক উপনিষদে-তে পাওয়া যায়, যার কারণে শাসককে দেবত্বের সাথে এক হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং 'সত্য'কে ব্রহ্মার 'আত্মার' সাথে অভিন্ন বলে মনে করা হয়। সম্রাট জনক যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: "সত্য কী, যাজ্ঞবল্ক্য?" এর উওরে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন যে বিষয়কে আমরা স্বচক্ষে দেখছি তাই সত্য। কেননা যে ব্যক্তি স্বচক্ষে দেখেছি তাকে লোক যখন জিজ্ঞাসা করে যে তুমি দেখেছো তখন সে যদি বলে আমি দেখিয়াছি তাহলে তা সত্য হবে। কারণ কানে শোনা জিনিস মিথ্যাও হতে পারে কিন্তু চোখে দেখা জিনিস কখনো কখনো মিথ্যা হয় না তা সত্য হবেই। হে সম্রাট, চক্ষুই পরম ব্রহ্ম। যে ব্যক্তি এইভাবে জেনে ধ্যান করে চোখ কখনও তাকে ছেড়ে যায় না; সমস্ত প্রাণী আগ্রহের সাথে তার কাছে আসে; এবং দেবতা হয়ে, সে দেবতাদের অর্জন করে।[42]

বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্রহ্মের ধারণাকে সত্যের ধারণার সাথে এক বা অভিন্ন হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে। কারণ ব্রহ্মকে "নেতি নেতি" হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা ব্রহ্ম হল নির্গুণ, নিরাকৃতি ও অসীম। অর্থাৎ ব্রহ্ম কোন নির্দিষ্ট রূপ, গুণ সীমা বা পরিচয় আবদ্ধ নয়।

উপনিষদকে অনুসরণ করে শঙ্করাচার্য নির্গুণ ব্রহ্ম এবং সগুণ ব্রহ্মের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে অপর ব্রহ্ম এবং নির্গুণ ব্রহ্মকে পর ব্রহ্ম নামে অভিহিত করা হয়েছে। সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর হলো ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ। অন্যদিকে নির্গুণ ব্রহ্ম হলো ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ অর্থাৎ, ব্রহ্ম স্বরূপত নির্গুণ। সগুণ ব্রহ্মকে বোঝানোর জন্য পুংলিঙ্গের ব্যবহার করা

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.29

হয়েছে। আর নির্গুণ ব্রহ্মকে বোঝানোর জন্য ক্লীবলিঙ্গ। যেমন 'যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ' হলো সগুণ ব্রহ্মের বর্ণনা। অন্যদিকে 'শান্তং নিরঞ্জনং নিষ্কলং ব্রহ্ম' হলো নির্গুণ ব্রহ্মের বর্ণনা। শ্রুতিতে বলা হয়েছে, "প্রাণা বৈ সত্যং, তেষামেষ সত্যং" [43] প্রাণসকল সত্য এবং ব্রহ্ম তাহাদেরও সত্য।

ব্রহ্মের যে আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক সত্যশব্দবাচ্য মূর্তামূর্ত নামে উপাধিদ্বয় আছে, সেই মূর্তামূর্ত ভূতসকলের কার্য্য ও কারণভেদে বিভাগ ব্যাখ্যা করা,হল এক্ষণে সেই করণস্বরূপ লৈঙ্গিক পুরুষের অর্থাৎ কার্য্যকারণ-বিভাগকালে করণ নামে যে পুরুষ উক্ত হয়েছে, তার স্বরূপ নিরূপিত হয়েছে, কিন্তু এই পুরুষ-সম্বন্ধে অনেক মতামত আছে। তার মধ্যে বিজ্ঞানবাদী বৈনাশিক (যারা প্রতিক্ষণেই আত্মার বিনাশ ও উৎপত্তি স্বীকার করেন) বৌদ্ধগণ বলেন যে, যে বিষয়ে ভ্রান্ত, অর্থাৎ যাহা বাসনাময়, অনন্ত মূর্তামূর্ত বস্তুমাত্রের ৰাসনা ও বিজ্ঞানময়ের সম্পর্কে উৎপন্ন, যাহা আশ্চর্য্যময় অর্থাৎ পট ও ভিত্তির চিত্রের মত, মায়া, ইন্দ্রজাল ও মৃগতৃষ্ণার সদৃশ এবং সর্ব্বজনমোহকর, সেই বিজ্ঞানই আত্মা, তার অতিরিক্ত আর আত্মা নেই। নৈয়ায়িকগণ এটিকে পটাদির শুক্লাদি গুণের মত আত্মদ্রব্যের বাসনা-নামক গুণ বলে থাকেন। বৈশেষিকগণও যে বিষয়ে নৈয়ায়িক মতেরই স্বীকার করেন; সাংখ্যচার্য্যগণ একে আত্মার্থে প্রবৃত্ত, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণময়, সর্বকার্য্যের প্রবর্তক, প্রকৃতির অধীন অথচ জীবের ভোগ সম্পাদনের জন্য ক্রিয়াশীল অন্তঃকরণ নামে নির্দেশ করেন এবং ভর্তৃপ্রপঞ্চ প্রভৃতি বেদান্তিগণও এই বিষয়ে এইরূপ কল্পনাও করেন যে, মূর্ত ও অমূর্তরাশি এক ভাগ, পরমাত্মরাশি দ্বিতীয় ভাগ; এই পরমাত্মরাশিই উত্তম ভাগ; অন্তঃকরণ এই উভয়ভাগের অতিরিক্ত তৃতীয় মধ্যমভাগ। এই তৃতীয় ভাগই পূর্ব্বে অজাতশত্রু রাজা কর্তৃক বোধিত বিজ্ঞানময় কর্তা, ভোক্তা জীবের সাথে মিলিতভাবে জ্ঞান, কর্ম্ম ও প্রাক্তন সংস্কারের প্রবর্তনা করে; সুতরাং এই অন্তঃকরণ প্রবর্তক, কর্মসমূহ তাহার প্রযোজ্য, এবং প্রাগুক্ত মূর্ত্তামূর্ত্তরাশি তাহার কার্য্যের (ভোগের) সাধন অর্থাৎ উপায়। কাজেই তার তার্কিকগণের সহিত সন্ধি করেন বলিতে হইবে, কিন্তু তাহারা পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম সকল লিঙ্গাত্মার আশ্রিত স্বীকার করিয়া থাকেন।

উপনিষদে সত্যের দিকটিকে আরও বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই (ব্রহ্মাণ্ড) শুরুতে কেবল জল ছিল। সেই জল সত্যকে উৎপন্ন করেছিল। সত্যই ব্রহ্ম। ব্রহ্মই প্রজাপতি, এবং প্রজাপতিই দেবতা। সেই দেবতারা সত্যের ধ্যান করেন। এই "সত্য" তিনটি অক্ষর নিয়ে গঠিত: 'স' একটি অক্ষর, 'ৎ' আরেকটি অক্ষর, এবং 'য' তৃতীয় অক্ষর। প্রথম এবং শেষ অক্ষর দুটি হল সত্য। মাঝখানে অসত্য। এই অসত্য-র উভয় পাশে সত্য দ্বারা আবদ্ধ। অতএব সত্যের প্রাধান্য রয়েছে। যিনি উপরে বর্ণিত বিষয়গুলি জানেন তিনি কখনও অসত্য দ্বারা আহত হন না।[44]

নাম, রূপ ও কর্ম:

শ্রুতিতে বলা হয়েছে কোন ব্যক্তি একা থাকলে সে সুখী হয় না। কেননা যে একা তার কোন

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.29

আনন্দ নেই। এই একাকিত্বের নিরানন্দ দূর করার জন্য সঙ্গীর প্রয়োজন। তিনি মনে করেছিলেন তিনি স্ত্রী দ্বারা আলিঙ্গিত হয়ে আছেন। তিনি সেই দেহকেই দুই ভাগে ভাগ করলেন। সেই থেকে স্বামী এবং স্ত্রী-র উৎপত্তি...।[45] তিনি তার সাথে (সম্ভাবত) মিলিত হন। সেই মানুষগুলি থেকেই মানুষ উৎপন্ন হয়। এরপর ধারাবাহিক রূপান্তর ঘটে; এভাবেই প্রাণীজগতের আবির্ভাব ঘটে। তিনি সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন, যা কিছু জোড়ায় জোড়ায় (ঘোটকী-ঘোটক, গর্দভী-গর্দভ, ছাগী-ছাগ, মেষী-মেষ) বিদ্যমান, পিঁপড়া পর্যন্ত।[46] সেই সময়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অভেদ্য ছিল। এটি 'নাম' (নাম) এবং 'রূপ' (রূপ) দ্বারা পৃথক হয়ে ওঠে। এই আত্মা জ্ঞাতব্য; কারণ পদচিহ্ন পেলে যেমন (হারানো গরু প্রভৃতিকে) খুঁজে পাওয়া যায় তেমনি এই আত্মাকে জানতে পারলে এই সমস্ত কেউ জানা যাবে। যিনি এরূপ জানেন তিনি খ্যাতি এবং মিলন লাভ করেন।[47]

জগৎ অবিদ্যার অধিকৃত আর অবিদ্যা রাজ্যে প্রাণাত্মজ্ঞানে প্রাণাত্মপ্রাপ্তি পর্যন্ত উৎকৃষ্ট ফল, কিন্তু এই প্রকৃতির ব্যাকৃত অবস্থার পূর্ব্বে বৃক্ষবীজের ন্যায় যে সূক্ষ্ম, অব্যাকৃত শব্দবাচ্য অবস্থা, সেই অবস্থায় পতিত এই বিশ্বপ্রপঞ্চ সমস্তই বক্ষ্যমাণ তিন প্রকার স্বরূপ। সেই তিন প্রকার কী, তা বলা হবে না, এই ব্রাহ্মণে তা বলা হয়েছে। নাম, রূপ ও কর্ম্ম, এর অনাত্মস্বরূপ, অর্থাৎ আত্মা থেকে বিভিন্ন। যা সাক্ষাৎ ও পরোক্ষতঃ জ্ঞায়মান ব্রহ্ম, তাই আত্মা, এই জন্য যা অনাত্মভূত, তা থেকে জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তি বিরক্ত হবে। একথা জানবার জন্যও "ত্রয়ং বা" এই শ্রুতির আরম্ভ হয়েছে। এই অনাত্মভূত জগৎ থেকে যার অন্তঃকরণ নিবৃত্ত হয় না, তার বুদ্ধি আত্মাকে 'আমি ব্রহ্ম,' এই বোধে উপাসনা করতে কখনই প্রবৃত্ত হয় না; কারণ, বাহ্যপ্রবৃত্তি ও আভ্যন্তর আত্ম-বিষয়ক প্রবৃত্তি পরস্পর বিরুদ্ধ।

শ্রুতিতে জগতের আরও একটি অতিরিক্ত চরিত্র, 'কর্ম' নিয়ে আলোচনা করে, যা তিনটিকে একসাথে একটি ত্রিমাত্রিক (এয়ং বা ইদং নাম রূপং কর্ম) পদার্থ রূপে কল্পনা করে। এখানে জগৎকে এই তিনটি পদার্থের বিভিন্ন মাত্রার কল্পনা বলেছেন। বাক নামক যে শব্দ সামান্য তা নাম বিশেষ সকলেরই উপাদান কারণ এটিই সমস্ত নাম বাক থেকে উদ্ভূত হয়। এটি ব্রহ্ম কারণ এটি সমস্ত নামকে ধারণ করে (এতদেষাং ব্রহ্মৈতদ্ধি সর্বাণি নামানি বিভর্তি)।[48]

ব্রহ্মের দ্বিতীয় পদার্থ, রূপ। রূপ আকৃতির উৎস হল 'চক্ষু'। কারণ সমস্ত আকৃতি চোখ থেকে উৎপন্ন হয়। এটি তাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য কারণ এটি সমস্ত আকারের জন্য সাধারণ। এটি তাদের ব্রহ্ম কারণ এটি সমস্ত আকারকে ধারণ করে (*এতাদ্ দেষাং ব্রহ্মৈতদ্ধি সর্বাণি রূপানি বিভর্তি*)।[49] তবে ব্রহ্মের তৃতীয় পদার্থ, 'কর্ম' 'দেহ' (আত্মা) সমস্ত কর্মের উৎস কারণ এটি থেকে সমস্ত কর্ম উৎপন্ন হয়। এটি তাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য কারণ এটি সমস্ত কর্মের জন্য সাধারণ। এটি তাদের ব্রহ্ম কারণ এটি সমস্ত কর্মকে ধারণ করে (এতাদ্ দেষাং ব্রহ্মৈতদ্ধি সর্বাণি কর্মানি বিভর্তি)।[50] অতএব নাম, রূপ ও কর্ম তিনটি পৃথক পদার্থ হয়েও তারা একই দেহ-স্বরূপ। আবার দেহ এক হয়েও এই তিনটি পৃথক পদার্থ। এই তিনটি একসাথে এক, অর্থাৎ, আত্মা;

 © 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.29

এই তিনটি সত্যের দ্বারা আবৃত হয়েছে প্রাণী অমৃত, নাম ও রূপ সত্য, এবং তাদের দ্বারা এই প্রাণ আবৃত। মাকড়সা যেমন সুতো ধরে এগিয়ে যায়, অথবা আগুন থেকে যেমন ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ সর্বদিকে উড়ে যায়, তেমনি এই আত্মা থেকে সমস্ত অঙ্গ, সমস্ত জগৎ, সমস্ত দেবতা, সমস্ত প্রাণী উৎপন্ন হয়। একারণেই আত্মার উপনিষদ হল "সত্যের সত্য"। প্রাণবন্ত শ্বাস-প্রশ্বাসই সত্য, এবং তাদের সত্যই আত্মা।[51]

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.29

বর্ণপ্রথা:

বর্তমানে অনুসন্ধানের বিষয় হল চারটি বর্ণ, যথা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র, সৃষ্টি করে বৃহদারণ্যক উপনিষদ কী একটি সামাজিক ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেছে বলা যেতে পারে? বৃহদারণ্যক উপনিষদের মতে এই পৃথিবী ছিল ব্রাহ্মণ রূপে একটি মাত্র জাতি। সেই ব্রাহ্মণ হলেন স্বয়ং প্রজাপতি। তিনি একা কর্মসম্পাদন করতে না পারায় তিনি ক্ষত্রিয় জাতির অর্থাৎ (ইন্দ্র, বরুণ, সোম, রুদ্র, পর্জন্য, যম, মৃত্যু, ঈশান) এই সকল দেবগণের মধ্যে যারা ক্ষত্রিয় তাদের সৃষ্টি করেছিলেন। অতএব ক্ষত্রিয় থেকে শ্রেষ্ঠ কেউ নেই।[52] স্বামী গম্ভীরানন্দের মতে, রাজসূয়ে অভিষিক্ত রাজা আসন্দীতে সমাসীন থেকে ঋত্বিকে 'ব্রাহ্মণ' বলে আহবান করলেন। তিনি বলেছিলেন হে রাজন আপনিই ব্রহ্ম। এর ফলে ক্ষত্রিয়তে ব্রাহ্মণত্ব অর্পণ হয়।[53] অতএব, রাজসূয় যজ্ঞের সময়, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের নীচে বসেন। ক্ষত্রিয়কে কেবল 'তিনি'ই এই সম্মান প্রদান করেন। কিন্তু তবুও ব্রাহ্মণ হলেন ক্ষত্রিয়ের উৎস (সৈষা ক্ষত্রস্য যোনির্যদক্ষ)। অতএব, রাজা (শাসক) যদি এর শেষে শ্রেষ্ঠত্ব (পরমতাং গচ্ছতি) অর্জন করেন, তবুও তিনি তার উৎস হিসেবে ব্রাহ্মণকে আশ্রয় নেন; যে ব্রাহ্মণকে আহত করে সে তার নিজস্ব উৎসকেই আঘাত করে। এভাবে, দুটি বর্ণ বা শ্রেণীর উদ্ভব হয়। তবুও 'তিনি' বিকশিত হননি, একই অধ্যায়ের নিম্নলিখিত শ্লোকে বলা হয়েছে। তিনি ক্ষত্রিয় জাতিকে সৃষ্টি করার পর বৈশ্য জাতিকে অর্থাৎ যে সকল দেবসঙ্ঘ, বসুগণ, রুদ্রগণ আদিত্যগণ, বিশ্বদেবগণ, মরুৎগণ, এইরূপ গণভেদে উল্লেখিত হন তাদের সৃষ্টি করলেন।[54] তিনি বৈশ্য জাতিকে সৃষ্টি করার পর শূদ্র জাতি অর্থাৎ পূষাকে সৃষ্টি করেছিলেন। এই পৃথিবী পূষা কারণ জগতে যা কিছু আছে সেই সমস্ত কেই এই পূষা পোষণ করে।[55] এই ভাবেই চারটি জাতির সৃষ্টি হল।

ধর্ম:

সামাজিক ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপনের জন্য প্রজাপতি চারটি বর্ণ প্রতিষ্ঠা করার পর তিনি কল্যাণকর একটি ধর্মকে সৃজন করেছিলেন। সেই ধর্ম হল ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। সুতরাং এই ধর্ম থেকে শ্রেষ্ঠ কিছু নেই। চারটি শ্রেণীর কার্যক্ষমতাকে শক্তিশালী করার জন্য 'তিনি' চারটি শ্রেণীর মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠা করেন। তাদের মধ্যে কোনও দুর্বল ব্যক্তি একা থাকবে না, এবং যদি কেউ নিজেকে দুর্বল মনে করে, তাহলে ধর্ম তাকে শক্তিশালী করবে। সুতরাং, সামাজিক ব্যবস্থার যথাযথ কার্যকারিতার জন্য চারটি ধর্ম সমানভাবে শক্তিশালী, প্রত্যেকেই তাদের উপর অর্পিত কাজ সম্পাদন করে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণের ১৪ নং শ্লোকে বলা হয়েছে যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র নামে চারটি উৎকৃষ্ট রূপ তৈরি করার পরেও এবং প্রতিষ্ঠিত সামাজিক ব্যবস্থাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য তাদের ভিত্তি স্থাপন করার পরেও, 'তিনি' বিকশিত হননি। সুতরাং, একজন দুর্বল মানুষ ধর্মের মাধ্যমে একজন শক্তিশালী মানুষকে পরাজিত করার আশা

 © 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.29

করে, যেমন একজন রাজার (রাজ্য) মাধ্যমে করে। যা ধর্ম, তা সত্য (যো বৈ স ধর্মঃ সত্যং)। অতএব, যে ব্যক্তি সত্য বলে, সে ধর্ম বলে; অথবা যে ব্যক্তি ধর্ম বলে, সে সত্য বলে। উভয়ই একই।

দেবলোক:

বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণের ১৬ নং শ্লোকে দেবতাদের জগতের (দেবলোকঃ) সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যথা: ১) মনুষ্যলোক ২) পিতৃলোক ৩) দেবলোক।

১) মনুষ্যলোক:- একমাত্র পুত্রের মাধ্যমে জয় করতে পারা যায়। **২) পিতৃলোক:-** একমাত্র কর্মের মাধ্যমে জয় করতে পারা যায়। **৩) দেবলোক:-** একমাত্র বিদ্যার মাধ্যমে জয় করতে পারা যায়। —এই তিন প্রকার লোকের মধ্যে দেবলোক সর্বোত্তম (দেবলোকা বৈ লোকানাং শ্রেষ্ঠ)।[56] একারণেই বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেবলোক সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে।

শ্রুতিতে দেবলোকে পৌঁছানোর পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে; যারা বনে সত্য-ব্রাহ্মণের উপর বিশ্বাসের সাথে ধ্যান করেন (*অরণ্যে শ্রদ্ধাম সত্যমুপাসতে*), তারাই এটি অর্জন করতে পারেন, যেখানে তারা অর্চি দেবতার কাছে পৌঁছাতে পারেন; তাঁর কাছ থেকে, দিনের দেবতা, তাঁর কাছ থেকে, চন্দ্রের অধোগতিপ্রাপ্ত পক্ষকালের দেবতা, তাঁর কাছ থেকে, সূর্য উত্তর দিকে ভ্রমণকারী ছয় মাসের দেবতা, তাদের কাছ থেকে। দেবতাদের জগতের সাথে চিহ্নিত দেবতা, তাঁর কাছ থেকে সূর্য, এবং সূর্য থেকে ব্রহ্মলোকের দেবতা।[57] যারা সেখানে পৌঁছায়, তারা পরিপূর্ণতা অর্জন করে এবং বহু বহু বছর ধরে ব্রহ্মলোকের সেই জগতে বাস করে। তারা আর এই পৃথিবীতে ফিরে আসবে না। (*তে তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ পরাবতো বসন্তি তেষাং ন পুনরাবৃত্তিঃ।*)

গার্গী এবং যাজ্ঞবল্ক্যের কথোপকথনে দেব লোকের প্রসঙ্গ উঠে আসে। গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যে প্রশ্ন করেন এই সমস্ত জলে ওতোপ্রোত তাহলে এই জল কীসে ওতোপ্রোত? এর উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন বায়ুতে। তাহলে বায়ু কীসে ওতোপ্রোত? এর উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন অন্তরীক্ষ লোক সকলে। অন্তরীক্ষ লোক সকলে কীসে ওতোপ্রোত? এর উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন গন্ধর্বলোকে। এই গন্ধর্বলোক কীসে ওতোপ্রোত? এর উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন আদিত্যলোকে। এই আদিত্যলোক কীসে ওতোপ্রোত? এর উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন চন্দ্রলোকে। এই চন্দ্রলোকে কীসে ওতোপ্রোত? এর উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন নক্ষএ লোকে। এই নক্ষএলোকে কীসে ওতোপ্রোত? এর উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন দেবলোকে। এই দেবলোক কীসে ওতোপ্রোত? এর উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন ইন্দ্রলোকে। এই ইন্দ্রলোকে কীসে ওতোপ্রোত? এর উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন প্রজাপতিলোকে। এই প্রজাপতিলোক কীসে ওতোপ্রোত? এর উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন ব্রহ্মলোকে। তাহলে ব্রহ্মলোক কীসে ওতোপ্রোত? এর উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, "হে গার্গী, অতিপ্রশ্ন করবেন

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

না; আপনার যেন মুণ্ডপাত না হয়। যে দেবতা অতিপ্রশ্নের বিষয় হতে পারেন না, আপনি তার সম্বন্ধে অতিপ্রশ্ন করছেন। হে গার্গী, অতিপ্রশ্ন করবেন না।" এতেই গার্গী বাচক্রবী থেকে বিরত থাকলেন।[58]

গায়এী মন্ত্র:

বৃহদারণ্যক উপনিষদে গায়এী মন্ত্রের কথা বলা হয়েছে।এই মন্ত্রের পাঠ প্রাণকে সমৃদ্ধ করে এবং এটি শক্তি লাভ করে। এটি ঋগ্বেদের (মণ্ডল ৩।৬২।১০) একটি সূক্ত। গায়ত্রী মন্ত্র গায়ত্রী ছন্দে রচিত।

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং

ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ।। [59]

গায়এী মন্ত্রে ভূমি, অন্তরীক্ষ, ও দ্যৌস-এই আটটি অক্ষর রয়েছে। এই অধ্যায়টিকে এিলোকাত্মক বলা হয়েছে। কেননা এখানে বলা হয়েছে যে, এই তিন লোকে(ভূমি, অন্তরীক্ষ এবং দ্যৌস) যা কিছু আছে তার সমস্ত তাকেই তিনি জয় করেছেন। ঋক, সাম এবং যজুর্বেদ এখানে আটটি অক্ষর রয়েছে। এই অধ্যায়টিকে বলা হয় এিবেদাত্মক। এখানে বলা হয়েছে যে তিনটি বেদের দ্বারা যে সত্য তিনি সমস্তটাকেই জয় লাভ করেছেন।[60] প্রাণ, অপমান ও ব্যান- এখানে আটটি অক্ষর রয়েছে।[61] এখানে বলা হয়েছে যে এই জগতে যত প্রাণী আছে তিনি সকলকেই জয় করেছেন।[62] ভাষাতাত্ত্বিক উইলিয়াম জোন্স ১৮০৭ সালে গায়ত্রী মন্ত্রের অনুবাদ করে বলেন "Let us adore the supremacy of that divine sun, the god-head who illuminates all, who recreates all, from whom all proceed, to whom all must return, whom we invoke to direct our understandings aright in our progress toward his holy seat."[63] অর্থাৎ "আসুন আমরা সেই ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠতাকে পূজা করি, ঈশ্বর এর সেই শক্তি যে সবকিছুকে আলোকিত করে, যিনি সবকিছুকে পুনরায় সৃষ্টি করেন, যার থেকে সবকিছু অগ্রসর হয়, যার কাছে সবকিছু অবশ্যই ফিরে যাবে, যাকে আমরা আমাদের উপলব্ধিকে তাঁর পবিত্র আসনের দিকে আমাদের অগ্রগতিকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে আবাহন করি।"

ত্রিলোক:

বৃহদারণ্যক উপনিষদে ত্রিলোকের কথা বলা হয়েছে। ১) বাক ২)মন ৩)প্রাণ। **বাককে ইহলোক, মনকে অন্তরীক্ষলোক, প্রাণকে দ্যুলোক বলা হয়েছে।**[64] এই ত্রিলোকেই এয়ী বেদের (ঋক, সাম, এবং যজুর্বেদ) -র সাথে তুলনা করা হয়েছে।[65] বাকই ঋগ্বেদ, মনকে সামবেদ, প্রাণ যজুর্বেদ বলা হয়েছে। এছাড়া বাককে দেববৃন্দ, মনকে পিতৃগণ, প্রাণকে মনুষ্যসমূহ বলা হয়েছে।[66] বাককে মাতা, মনকে পিতা, প্রাণকে সন্তানের সাথে তুলনা করা হয়েছে।[67] উক্ত বিষয়টিকে

 © 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.29

ছকের সাহায্যে দেখে নেওয়া যাক।

বাক	মন	প্রাণ
ইহলোক	অন্তরীক্ষলোক	দ্যুলোক
ঋকবেদ	সামবেদ	যজুর্বেদ
দেববৃন্দ	পিতৃগণ	মনুষ্যসমূহ
মাতা	পিতা	সন্তান

মৃত্যু:

বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে যাজ্ঞবল্ক্য বলছেন- "যাজ্ঞবল্ক্যতি হোবাচ যদিদং সর্বং মৃত্যোরন্নং কা স্বিৎ সা দেবতা যস্যা মৃত্যুরন্নমিত্যগ্নির্বৈ মৃত্যুঃ সোহপামন্নমপ পুনর্মৃত্যুং জয়তি।" অর্থাৎ যাজ্ঞবল্ক্য বললেন মৃত্যুর মৃত্যু আছে অথবা মৃত্যুর মৃত্যু নেই। প্রথম ক্ষেত্রে অনাবস্থা দোষ ঘটবে। কারণ মৃত্যুর যিনি মৃত্যু তার মৃত্যু থাকা সঙ্গত। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মুক্তি অসম্ভব হয়ে পড়বে। এই অবস্থা যাজ্ঞবল্ক্যকে উভয় সংকটের মধ্যে ফেলবে। এ কারণেই যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, মৃত্যুর মৃত্যু আছে এই চরম মৃত্যু শব্দে ব্রহ্মকে বুঝতে হবে কেননা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের ফলে সমস্ত অজ্ঞান বিনষ্ট হয়। সর্বমৃত্যুরুপী ব্রহ্মের আর মৃত্যু নেই সুতরাং অনাবস্থা দোষ হল না। বন্ধন রূপ মৃত্যুর মৃত্যু আছে-এই বিষয়টিকে একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে দেখানো যেতে পারে। যেমন অগ্নি সকলের মৃত্যু হলে জল আবার তার মৃত্যু। এই রূপ যিনি চরম মৃত্যু তিনি মুক্তির কারণ। অতএব মুক্তি অসিদ্ধ হলো না।[68]

তথ্যসূত্র:

[1] ঐতরেয় উপনিষদ,৩।১।৩

[2] সর্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্ম সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ। মাণ্ডুক্যোপনিষদ্ ২

[3] "………সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ॥" ছান্দোগ্য উপনিষদ ৬। ৮।৭

[4] "………অহং ব্রহ্মা-স্মীতি ………" বৃহদারণ্যক উপনিষদ ১।৪।১০

[5] তদেব

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.29

[6] "………গার্য্যদৃষ্টং দ্রষ্ট্রশ্রুতং শ্রোত্রমতং মন্ত্রবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ নান্যদতোহস্তি দ্রষ্ট নান্যদতোহস্তি শ্রোতৃ নান্যদতোহস্তি মঞ্জু নান্যদতোহস্তি বিজ্ঞাত্রেতস্মিন্ন খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি ॥ প্রাগুক্ত ১।৪।১০

[7] দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্তঞ্চৈবামূর্ত্যঞ্চ মর্তঞ্চামৃতঞ্চ স্থিতঞ্চ যচ্চ সচ্চ ত্যচ্চ ॥ বৃহদারণ্যক উপনিষদ ২।৩।১

[8] বৃহদারণ্যক উপনিষদ-৪।১।১৪।১।৭-

[9] জনকো হ বৈদেহ আসাঞ্চক্রেহথ, হ যাজ্ঞবল্ক্য আবব্রাজ তৎ হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্য কিমর্থমচারীঃ পশুনিচ্ছণন্তানিতি। উভয়মেব সম্রাড়িতি হোবাচ ॥ প্রাগুক্ত ৪।১।২

[10] প্রাগুক্ত ৪।১।৩
[11] প্রাগুক্ত ৪।১।৪
[12] প্রাগুক্ত ৪।১।৫
[13] প্রাগুক্ত ৪।১।৬
[14] প্রাগুক্ত ৪।১।৭
[15] সলিল একো দ্রষ্টাইদ্বৈত ভবত্যেষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাড়িতি হৈনমনুশশাস যাজ্ঞবল্ক্য এষাহস্য পরমা গতিরেষাহস্য পরমা সম্পদেযোহস্য পরমো লোক এষোহস্য পরম আনন্দ এতস্যৈবা-নন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি ॥ প্রাগুক্ত ৪।৩।৩২
[16] ওঁ খং ব্রহ্ম। খং পুরাণং বায়ুরং খমিতি হ স্মাহ কৌরব্যায়ণীপুত্রো বেদোহয়ং ব্রাহ্মণা বিদুর্বেদৈনেন যদ্বেদিতব্যম্ ॥ প্রাগুক্ত ৫।১।১

[17] পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচাতে। পূর্ণস্থ্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে। প্রাগুক্ত ৫।১।১

[18] "আপ এব ইদমগ্র আসুস্তা আপঃ সত্যমসৃজন্ত সত্যং ব্রহ্ম ব্রহ্ম প্রজাপতিং……" প্রাগুক্ত ৫।৫।১

[19] এতস্মিন্মণ্ডলে পুরুষস্তস্য ভূরিতি শির একং শির একমেতদক্ষরং ভুব ইতি ৰাহু দ্বৌ ৰাহু দ্বে এতে অক্ষরে স্বরিতি প্রতিষ্ঠা দ্বে প্রতিষ্ঠে দ্বে এতে অক্ষরে। প্রাগুক্ত ৫।৫।৩

[20] মনোময়োহয়ং পুরুষো ভাঃসত্যস্তস্মিন্নন্তহৃদয়ে যথা বাঁহিবা যবো বাস এষ সর্বস্যেশানঃ সর্বস্যাধিপতিঃ সর্বমিদং প্রশাস্তি যদিদং কিঞ্চ ॥ প্রাগুক্ত ৫।৬।১

 © 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.29

[21] বিদ্যুদ্ ব্রহ্মেত্যাহুবিদানাদ্ বিদ্যুদ্ বিদ্যত্যেনং পাপ্মানো য এবং বেদ বিদ্যুদ্ ব্রহ্মেতি বিদ্যুদ্ধ্যেব ব্রহ্ম ॥ প্রাগুক্ত ৫।৭।১

[22] "............যাজ্ঞবল্ক্য সূত্রমবিদ্বাংস্তং চান্তর্যামিণং ব্রহ্মগবীরুদজসে মূর্ধা তে বিপতিষ্যতীতি বেদ বা অহং গৌতম তৎ সূত্রং তং চান্তর্যামিণমিতি যো বা কশ্চিদ্ বুয়াদ্ বেদ বেদেতি যথা ৰেখ তথা ব্রহীতি॥" প্রাগুক্ত ৩।৭।১

[23] বৃহদারণ্যক উপনিষদে ৩।৭।১-৩।৭।২৩

[24] ঐতরেয় উপনিষদ,৩।১।৩

[25] সর্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্ম সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ। মাণ্ডুক্যোপনিষদ্ ২

[26] ".........সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ॥" ছান্দোগ্য উপনিষদ ৬। ৮।৭

[27] ".........অহং ব্রহ্মা-স্মীতি ...." বৃহদারণ্যক উপনিষদ ১।৪।১০

[28] নৈবেহ কিঞ্চনাগ্র আসীন্মৃ তানৈবেদমাবৃতমাসীৎ। প্রাগুক্ত ১।২।১

[29] আপো বা অর্কস্তদ্ যদপাং শর আসীৎ তৎ সমহন্যত। সা পৃথিব্যভবৎ তস্যামশ্রাম্যৎ তস্য শ্রান্তস্য তপ্তস্য তেজোরসো নিরবর্ততাগ্নিঃ ॥ প্রাগুক্ত ১।২।২

[30] "স ত্রেধাত্মানং ব্যকুরুতাদিত্যং তৃতীয়ং বায়ুং তৃতীয়ং স এষ প্রাণস্ত্রেধা বিহিতঃ......॥ প্রাগুক্ত ১।২।৩

[31] "সোহকাময়ত দ্বিতীয়ো ম আত্মা জায়েতেতি............"॥ প্রাগুক্ত ১।২।৪

[32] "দ্বয়া হ বা প্রাজাপত্যা দেবাশ্চাসুরাশ।............" প্রাগুক্ত ১।৩।১

[33] আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ সোহনুবীক্ষ্য নান্যদাত্মনোহ-পশ্যৎ সোহহমস্মীত্যগ্রে ব্যাহরৎ ততোঽহংনামাঽভবৎ তস্মাদ-পোতহ্যামন্ত্রিতোহহময়মিত্যেবাগ্র উক্তাহথান্যন্নাম প্ররুতে যদস্য ভবতি স যৎ পূর্বোঽস্মাৎ সর্বস্মাৎ সর্বান্ পাপ্মন ঔষৎ তস্মাৎ পুরুষ ওষতি হ বৈস তং যোঽস্মাৎ পূর্বো বুভূষতি য এবং বেদ ॥ প্রাগুক্ত ১।৪।১

[34] "............সর্বং বেদেদং ব্রহ্মেদং ক্ষত্রমিমে লোকা ইমে দেবা ইমানি ভূতানীদং সর্বং যদয়মাত্মা।" প্রাগুক্ত ২।৪।৬

[35] অয়ং বৈ হরয়োঽয়ং বৈ দশ চ সহস্রাণি বহুনি চানন্তানি চ তদেতদ্ ব্রহ্মাপূর্বমনপরমনন্তরমবাহ্যময়মাত্মা ব্রহ্ম সর্বানুভূ-রিত্যনুশাসনম্ ॥ প্রাগুক্ত ২।৫।১৯

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.29

[36] “সবা অয়মাত্মা বৃহ্ম বিজ্ঞানময়ো মনোময়ঃ প্রাণময়শ্চক্ষুর্ময়ঃ শ্রোত্রময়ঃ পৃথিবীময় আপোময়ো বায়ুময় আকাশময়স্তেজো-ময়োহতেজোময়ঃ কামময়োহকামময়ঃ ক্রোধময়োহক্রোধময়ো ধর্মময়োহধর্মময়ঃ সর্বময়স্তদ্ যদেতদিদংময়োহদোময় ইতি.........” প্রাগুক্ত ৪।৪।৫

[37] “সবা এষ মহানজ আত্মাইজরোহমরোহমৃতোহভয়ো ভয়ং বৈ ব্রহ্মাভয়ং হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি য এবং বেদ ॥” প্রাগুক্ত ৪।৪।২৫

[38] প্রাগুক্ত ১।৩।২৮

[39] শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা ৮।৭

[40] শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা ৮।১০

[41] বৃহদারণ্যক উপনিষদ ২।৪।১

[42]“.........সত্যমিত্যেনদুপাসীত কা সত্যতা যাজ্ঞবল্ক্য চক্ষুরেব সম্রাড়িতি হোবাচ চক্ষুষা বৈ সম্রাট্ পশ্যন্তমাহুরদ্রাক্ষীরিতি স আহাদ্রাক্ষমিতি তৎ সত্যং ভবতি চক্ষুর্বৈ সম্রাট্ পরমং ব্রহ্ম নৈনং চক্ষুর্জহাতি সর্বাণ্যেনং ভূতান্যভিক্ষরন্তি দেবো ভূত্বা দেবানপোতি য এবং বিদ্বানেতদুপাস্তে.........” ǁ প্রাগুক্ত ৪।১।৪

[43] “.........প্রাণা বৈ সত্যং, তেষামেষ সত্যং ” প্রাগুক্ত২।৩।৬

[44] আপ এব ইদমগ্র আসুস্তা আপঃ সত্যমসৃজন্ত সত্যং ব্রহ্ম ব্রহ্ম প্রজাপতিং প্রজাপতিদেবাংস্তে দেবাঃ সত্যমেবোপাসতে তদেতৎ এ্যক্ষরং সত্যমিতি স ইত্যেকমক্ষরং তীত্যেকমক্ষরং যমিত্যেকমক্ষরং প্রথমোত্তমে অক্ষরে সত্যং মধ্যতোহনৃতং তদেতদনৃতমুভয়তঃ সত্যেন পরিগৃহীতং সত্যভূয়মেব ভবতি নৈবং বিদ্বাংসমনৃতং হিনস্তি ॥ প্রাগুক্ত ৫।৫।১

[45] স বৈ নৈব রেমে তস্মাদেকাকী ন রমতে সদ্বিতীয়মৈচ্ছৎ। স হৈতাবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষক্তৌ স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাহপাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাং তস্মাদিদমর্ধৰ্গলমিব স্ব ইতি হ স্মাহ ....”ǁ প্রাগুক্ত ১।৪।৩

[46] সো হেয়মীক্ষাং চক্রে কথং নু মাত্মন এব জনয়িত্বা সংভবতি হন্ত তিরোহসানীতি সা গৌরভবদৃষভ ইতরস্তাং সমেবাভবৎ ততো গাবোইজায়ন্ত বড়বেতরাহভবদশ্ববৃষ ইতরো গর্দভীতরা গর্দভ ইতরস্তাং সমেবাভবৎ তত একশফমজায়তাজেতরাহভবদ্বস্ত ইতরোহবিরিতরা মেষ ইতরস্তাং সমেবাভবৎ ততোহজাবয়োহ-জায়ন্তৈবমেব যদিদং কিঞ্চ মিথুনমাপিপীলিকাভ্যস্তৎ সর্বমসৃজত ॥ প্রাগুক্ত ১।৪।৪

[47]“তদ্ধেদং তহ্য ব্যাকৃতমাসীৎ তন্নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তা-সৌনামাহয়মিদংরূপ ইতি.........”॥ প্রাগুক্ত ১।৪।৭

[48]এয়ং বা ইদং নাম রূপং কর্ম তেষাং নাম্নাং বাগিত্যেত-দেষামুক্থমতো হি সর্বাণি নামান্যুত্তিষ্ঠন্তি। এতদেষাং সামৈতদ্ধি সর্বৈনামভিঃ সমমেতদেষাং ব্রহ্মৈতদ্ধি সর্বাণি নামানি বিভর্তি ॥ প্রাগুক্ত ১।৬।১

 © 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

49 "………এতাদ্ দেষাং ব্রহ্মৈতদ্ধি সর্বাণি রূপানি বিভর্তি। প্রাগুক্ত ১।৬।২

50 "………এতাদ্ দেষাং ব্রহ্মৈতদ্ধি সর্বাণি কর্মানি বিভর্তি। প্রাগুক্ত ১।৬।৩

51 স যথোর্ণনাভিস্তন্তুনোচ্চরে যথাহগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্বে প্রাণাঃ সর্বে লোকাঃ সর্বে দেবাঃ সর্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি তস্যোপনিষৎ সত্যস্য সত্যমিতি প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্ । প্রাগুক্ত ২।১।২০

52 "ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদেকমের তদেকং সন্ন ব্যভবৎ। তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজত ক্ষত্রং যান্যেতানি দেবত্রা ক্ষত্রাণীন্দ্রো বরুণঃ সোমো রুদ্রঃ পর্জন্যো যমো মৃত্যুরীশান ইতি।………" প্রাগুক্ত ২।১।২০

53 গম্ভীরানন্দ স্বামী. উপনিষদ গ্রন্থাবলী, কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ২০২০ (বৃহদারণ্যক উপনিষদ পৃষ্ঠা ৭৬)

54 স নৈব ব্যভবৎ স বিশমসৃজত যান্যেতানি দেবজাতানি গণশ আখ্যায়ন্তে বসবো রুদ্রা আদিত্যা বিশ্বেদেবা মরুত ইতি ॥ প্রাগুক্ত ১।৪।১২

55 স নৈব ব্যভবৎ স শৌদ্রং বর্ণমসৃজত পূষণমিয়ং বৈ পূষেয়ং হীদং সর্ব পুষ্যতি যদিদং কিঞ্চ ॥ প্রাগুক্ত ১।৪।১৩

56 অথ ত্রয়ো বাব লোকা মনুষ্যলোকঃ পিতৃলোকো দেবলোক ইতি সোহয়ং মনুষ্যলোকঃ পুত্রেণৈব জয্যো নান্যেন কর্মণা কর্মণা পিতৃলোকো বিদ্যয়া দেবলোকো দেবলোকো বৈ লোকানাং শ্রেষ্ঠস্তস্মাদ বিদ্যাং প্রশংসন্তি ॥ প্রাগুক্ত ১।৫।১৬

57 অচিরভিসম্ভবন্ত্যর্চিযোহহরহ্ন আপূর্যমাণপক্ষমাপূর্যমাণপক্ষাদ্ যান্ ষন্মাসানুদঙ ঙাদিত্য এতি মাসেভ্যো দেবলোকং দেবলোকা-দাদিত্যমাদিত্যাদ্বৈদ্যুতং বৈদ্যুতান্ পুরুষো মানস এত্য ব্রহ্ম- লোকান্ গময়তি ॥প্রাগুক্ত ৬।২।১৫

58 অথ হৈনং গার্গী বাচক্লবী পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যদিদং সর্বমপ্স্বোতং চ প্রোতং চ কস্মিন্নু খল্বাপ ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি বায়ৌ গার্গীতি কস্মিন্ন খলু বায়ুরোতশ্চ প্রোতশ্চেত্যন্ত রিক্ষলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্ন খল্বন্তরিক্ষলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি গন্ধর্বলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্ন খলু গন্ধর্বলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেত্যাদিত্যলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্ন খল্বাদিত্যলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি চন্দ্রলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্ন খলু চন্দ্রলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি নক্ষত্রলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্ন খলু নক্ষত্রলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি দেবলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্নু খলু দেবলোকা ওতাশ্চ প্রোতা- শ্চেতীন্দ্রলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্ন খল্বিন্দ্রলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি প্রজাপতিলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্নু খলু প্রজাপতি- লোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি ব্রহ্মলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্নু খলু ব্রহ্মলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি স হোবাচ গার্গি মাহতি-প্রাক্ষীমা তে মূর্ধা ব্যাপপ্তদনতিপ্রশ্ন্যাং বৈ দেবতামতিপৃচ্ছসি গার্গি মাহতিপ্রাক্ষীরিতি ততো হ গার্গী বাচক্রব্যুপররাম ॥ প্রাগুক্ত ৩।৬।১

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.29

[59] ঋগ্বেদ ,(৩।৬২।১০)সামবেদ ,(১৩।৪।৩)যজুঃবেদ ৩২/৩০,৩৫/

[60] ভূমিরন্তরিক্ষং দ্যৌরিত্যষ্টাবক্ষরাণ্যষ্টাক্ষরং হ বা একং গায়ত্র্যৈ পদমেতদু হৈবাস্যা এতৎ স যাবদেষু ত্রিষু লোকেষু তাবদ্ধ জয়তি যোহস্যা এতদেবং পদং বেদ ॥ প্রাগুক্ত ৫।১৪।১

[61] "প্রাণোহপানো ব্যান ইত্যষ্টাবক্ষরাণ্যষ্টাক্ষরং হ বা একং........" ॥ প্রাগুক্ত ৫।১৪।৩

[62] "সঃ ইদম্ প্রাণি যাবৎ তাবৎ হ জয়তি ...." ॥ তত্রৈব ৫।১৪।৩

[63] Teignmouth, John Shore Baron (১৮০৭). The Works of Sir William Jones: With the Life of the Author . J. Stockdale and J. Walker

[64] ত্রয়ো লোকা এত এব বাগেবায়ং লোকো মনোহন্তরিক্ষ-লোকঃ প্রাণোহসৌ লোকঃ ॥ বৃহদারণ্যক উপনিষদ ১।৫।৪

[65] ত্রয়ো বেদা এত এব বাগেবর্গ বেদো মনো যজুর্বেদঃ প্রাণঃ সামবেদঃ ॥ প্রাগুক্ত ১।৫।৫

[66] দেবাঃ পিতরো মনুষ্যা এত এব বাগেব দেবা মনঃ পিতরঃ প্রাণো মনুষ্যাঃ ॥ প্রাগুক্ত ১।৫।৬

[67] পিতা মাতা প্রজৈত এব মন এব পিতা বাঙ্মাতা প্রাণঃ প্রজা ॥ প্রাগুক্ত ১।৫।৭

[68] প্রাগুক্ত ৩।২।১০৩।২।১১-

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

1. গম্ভীরানন্দ স্বামী ,উপনিষদ গ্রন্থাবলী .কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ২০২০.
2. রায়,বৃহদারণ্যক উপনিষদ ,নলিনীনাথ পন্ডিত , কলকাতা: শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত১৯৩৬ ,.
3. মহামহোপাধ্যায়কর্তৃক অনূদিত ও -তীর্থ-বেদান্ত-শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য - ,(অনুবাদসমেত-টীক-ভাষ্য)বৃহদারণ্যকোপনিষদ.সম্পাদিতদ্বিতীয় সংস্করণকলকাতা ,, ১৩৪০.
4. বেদান্তরত্ন,বৃহদারণ্যক উপনিষদ.শ্রীমহেশচন্দ্র , কলকাতা, ১৯২৮.
5. দত্তকলকাতা ,ঋগ্বেদ সংহিতা ,রমেশচন্দ্র ,: হরফপ্রকাশণী১৯৩৬ ,.

 © 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.29

6. রায়কলকাতা ,ছান্দ্যগো উপনিষদ ,নলিনীনাথ পন্ডিত ,: শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত১৯৩৬ ,.চট্টোপাধ্যায়সতীন্দ্রমো ,হনসাহিত্য :কলকাতা ,উপনিষদের কথা , ,১৯৭২ তৃতীয় সংস্করণ ,প্রথম প্রকাশ ,সংসদ২০০৫।বন্দোপাধ্যায় ,হিরণ্ময় , ১৯৬৩।,সাহিত্য সংসদ :কলকাতা ,উপনিষদের দর্শন

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore